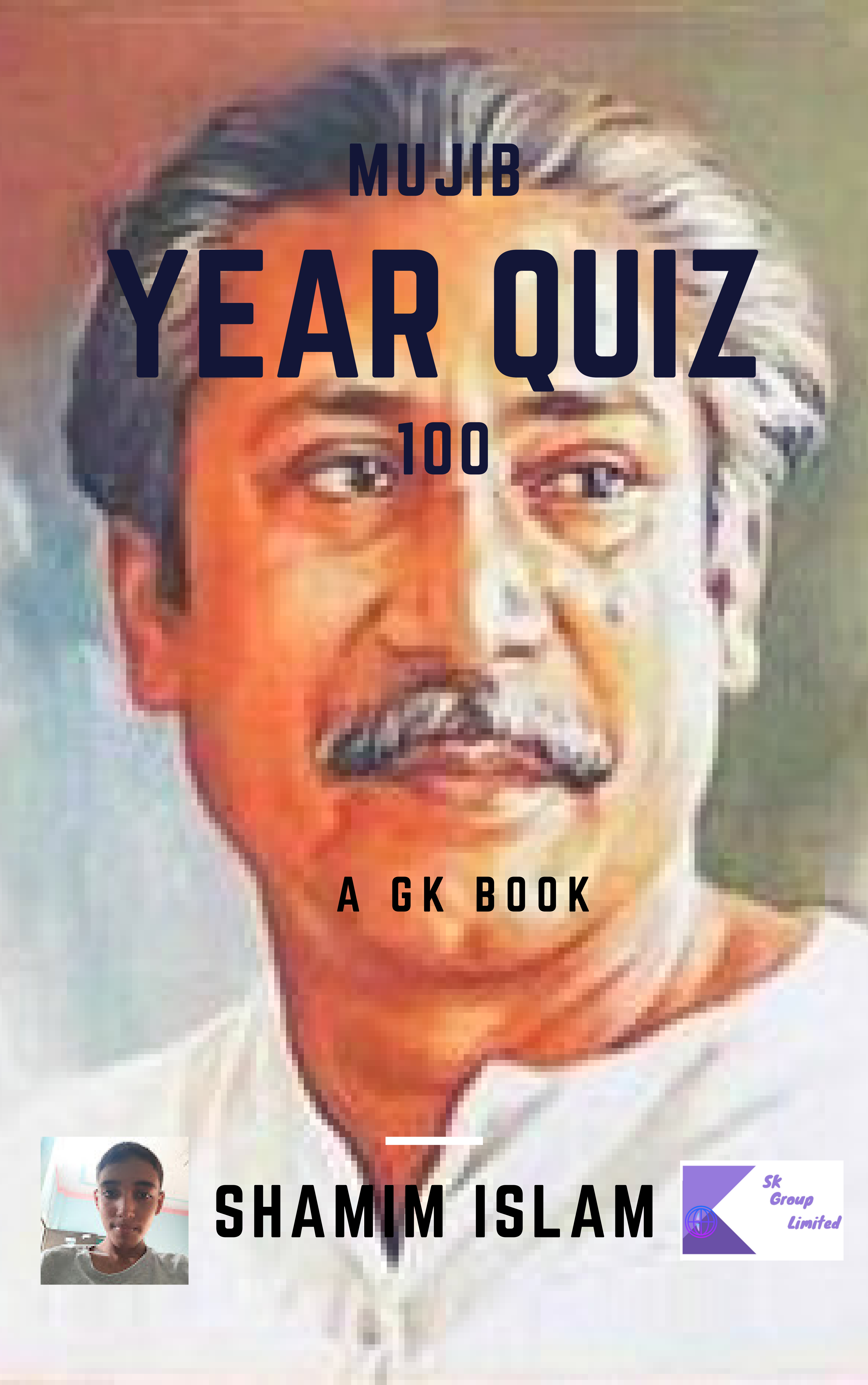

MUJIB

YEAR QUIZ

100

A GK BOOK

SHAMIM ISLAM

Sk Group Limited

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কুইজ

০১/১২/২০২০ - ১০/০৩/২০২১

COMPILED BY SHAMIM ISLAM
CEO AND FOUNDER OF SK GROUP LIMITED

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কুইজ

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালির মহাজীবন এবং বাংলাদেশের ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞানের পরিধিকে আরো বাড়াতে অংশগ্রহণ করুন "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কুইজ প্রতিযোগিতায়।" জাতির জনক সম্পর্কে জানুন, আমাদেরকে জানান আর প্রতিদিন জিতে নিন আকর্ষণীয় পুরস্কার।

১লা ডিসেম্বর ২০২০

গোপালগঞ্জের শেখ বংশ একসময় বিরাট সম্পদের মালিক ছিল। শেখদের নৌকার বহর ছিল। সেসব নৌকা মাল নিয়ে যেত কলকাতা। তাঁদের ছিল বিরাট ব্যবসা। মোগল আমলের ছোট ছোট ইটের তৈরি চকমিলান দালানগুলো বাড়ির শ্রী বৃদ্ধি করে রাখত। বাড়ির চার ভিটায় চারটা দালান ও বাড়ির ভেতরে প্রবেশের জন্য একটা মাত্র দরজা। বিরাট এক কাঠের কপাট দিয়ে বন্ধ করা হতো সেই দরজা। টুঙ্গিপাড়ার সেই শেখ পরিবারেই ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ জন্মগ্রহণ করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

টুঙ্গিপাড়ায় শেখ বংশের গোড়াপত্তন হয় কার মাধ্যমে?

Answer: শেখ বোরহানউদ্দিন

২রা ডিসেম্বর ২০২০

শেখ লুৎফর রহমান ও সায়েরা খাতুনের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। শেখ লুৎফর রহমান তাঁর বড় চাচা শেখ আবদুল মজিদের ছোট মেয়ে সায়েরা খাতুনকে বিয়ে করেছিলেন। শেখ মুজিবের দাদা ও নানার ঘর ছিল পাশাপাশি। শিশুকালে বাবার কাছেই তাঁর লেখাপড়া শুরু। বাবার কাছেই ঘুমাতেন। তাঁর গলা ধরে রাতে না ঘুমালে ঘুম আসত না। শেখ মুজিব ছিলেন বংশের বড় ছেলে, তাই তিনিই সমস্ত আদর পেতেন। 'শেখ মুজিবুর রহমান' নামটি কে রাখেন?

Answer: নানা শেখ আবদুল মজিদ

৩রা ডিসেম্বর ২০২০

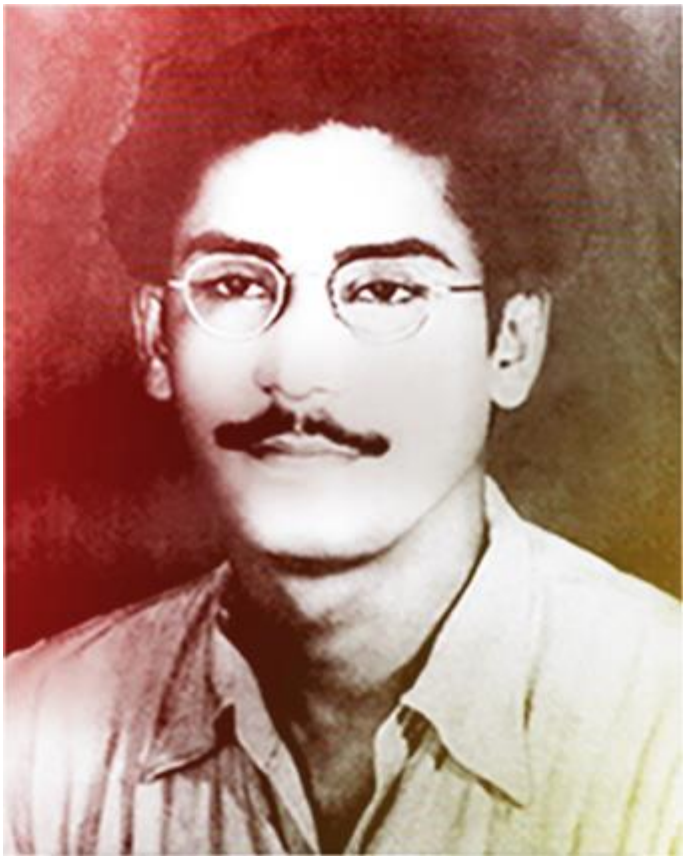

শেখ মুজিবুর রহমান তখন সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। তিনি খেলাধুলা করতেন, গান করতেন এবং ভালো ব্রতচারী করতেন। হঠাৎ বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর হার্ট দুর্বল হয়ে পড়ে। বাবা শেখ লুৎফর রহমানের সঙ্গে কলকাতায় যান চিকিৎসা করাতে। কলকাতার বড় বড় ডাক্তার শিবপদ ভট্টাচার্য, এ কে রায় চৌধুরীসহ আরো অনেককেই দেখান এবং চিকিৎসা চলতে থাকে। এভাবে প্রায় দুই বছর চিকিৎসা চলে।

কত সালে শেখ মুজিব বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হন?

Answer: ১৯৩৪ সালে

৪ঠা ডিসেম্বর ২০২০

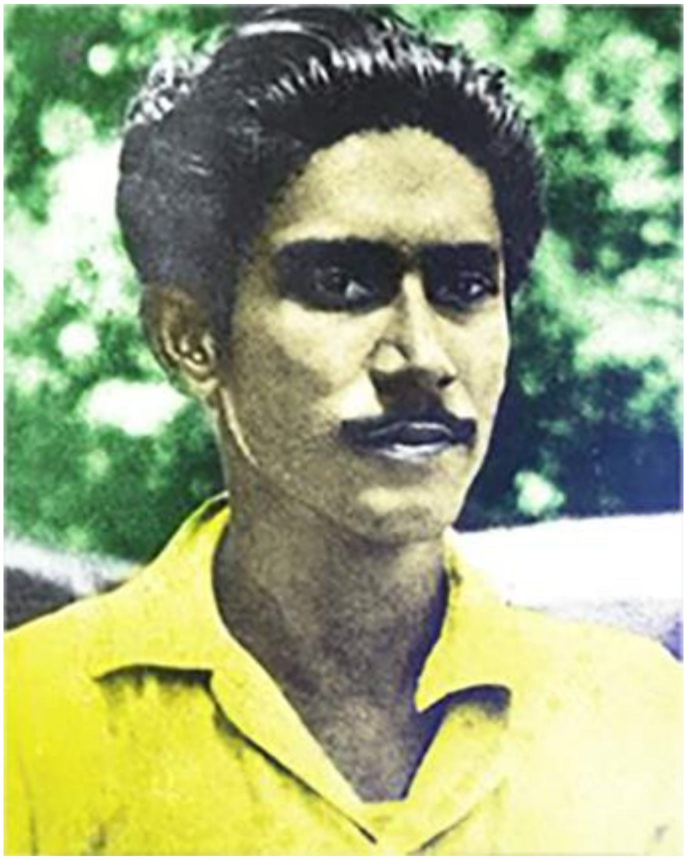

১৯৩৭ সালে গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে ভর্তির পর শেখ মুজিবুর রহমানকে পড়ানোর জন্য গৃহশিক্ষক হিসেবে কাজী আবদুল হামিদকে রাখা হয়। তিনি গোপালগঞ্জে একটি সমিতি গঠন করেন, যার মাধ্যমে গরিব ছেলেদের সাহায্য করা হতো। এজন্য মুষ্টি ভিক্ষার চাল উঠানো হতো মুসলমান বাড়ি থেকে। প্রত্যেক রবিবার থলি নিয়ে বাড়ি বাড়ি থেকে চাল উঠানো হতো এবং এই চাল বিক্রি করে গরিব ছেলেদের বই, পরীক্ষা ও অন্যান্য খরচ দেওয়া হতো। ঘুরে ঘুরে জায়গিরও ঠিক করে দিতেন কাজী আবদুল হামিদ। শেখ মুজিবকে অনেক কাজ করতে হতো তাঁর সঙ্গে। হঠাৎ যক্ষা রোগে আক্রান্ত হয়ে কাজী আবদুল হামিদ মারা গেলে ওই সেবা সমিতির ভার নেন শেখ মুজিব এবং অনেক দিন তিনি এটি পরিচালনা করেন। সেই সমিতির নাম কী?

Answer: মুসলিম সেবা সমিতি।

৫ই ডিসেম্বর ২০২০

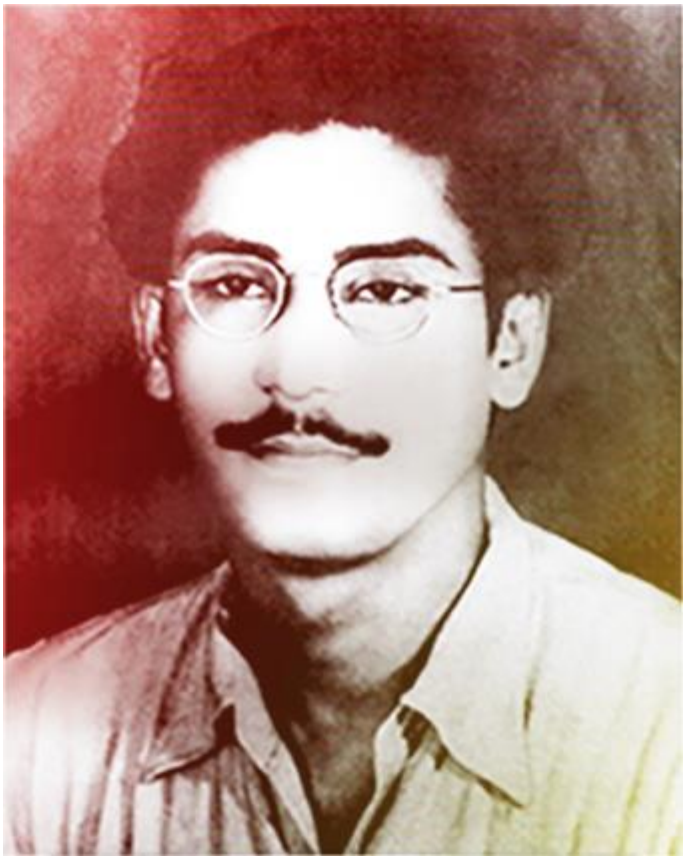

বাবা শেখ লুৎফর রহমানের চাকরি সূত্রে তখন শেখ মুজিবুর রহমান মাদারীপুরে থাকতেন। পড়ালেখার জন্য তিনি মাদারীপুর হাইস্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছেন। ওই সময় তাঁর চোখে গ্লুকোমা রোগ হয়। এর আগে তাঁর বেরিবেরি রোগ হয়েছিল। চিকিৎসকদের পরামর্শে তাঁকে আবার কলকাতায় নেওয়া হয়। কলকাতার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক টি. আহমেদ তাঁর চোখের অপারেশন করতে বলেন। দেরি করলে অন্ধ হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি আছে। পরে কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দশ দিনের মধ্যে দুটো চোখেই অপারেশন করা হয়। এ সময় তাঁর লেখাপড়া কিছুদিন বন্ধ থাকে। অপারেশনের পর থেকেই তিনি চশমা পরতে শুরু করেন। কত বছর বয়সে শেখ মুজিব চোখের গ্লুকোমা রোগে আক্রান্ত হন?

Answer: ১৬

৬ই ডিসেম্বর ২০২০

শেখ মুজিবুর রহমান ভালো ফুটবল খেলতেন। গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলের ফুটবল টিমের ক্যাপ্টেন ছিলেন তিনি। তাঁর বাবা শেখ লুৎফর রহমানও ভালো খেলোয়াড় ছিলেন। শেখ মুজিবের ফুটবল টিমের সঙ্গে তাঁর বাবার টিমের যখন খেলা হতো, তখন সবাই খুব উপভোগ করতেন। ১৯৪০ সালের প্রায় সব খেলায় শেখ মুজিবের টিমের কাছে পরাজিত হয় তাঁর বাবার টিম। বছরের শেষ খেলা ‘এ জেড খান শিল্ডে’র ফাইনালে পাঁচ দিন ড্র হয়। একপর্যায়ে শেখ মুজিবকে তাঁর বাবা জানান, পরের দিনই আবার খেলতে হবে। কিন্তু মিশন স্কুল টিমের খেলোয়াড়রা নিয়মিত খেলে ক্লান্ত ছিল। সবার পায়েই ব্যথা, দুই-চার দিন বিশ্রাম দরকার ছিল। রাজি না হলে মিশন স্কুলের হেডমাস্টারকে খবর দেন তাঁর বাবা। হেডমাস্টার এসে বলেন, ‘মুজিব তোমার বাবার কাছে হার মান, আগামীকাল সকালে খেল, তাদের অসুবিধা হবে।’ তাঁর কথা মেনে পরের দিন খেলে এক গোলের ব্যবধানে হেরে যায় মিশন স্কুল টিম। শেখ মুজিবের বাবার টিমের নাম কী ছিল?

Answer: অফিসার্স ক্লাব

৭ই ডিসেম্বর ২০২০

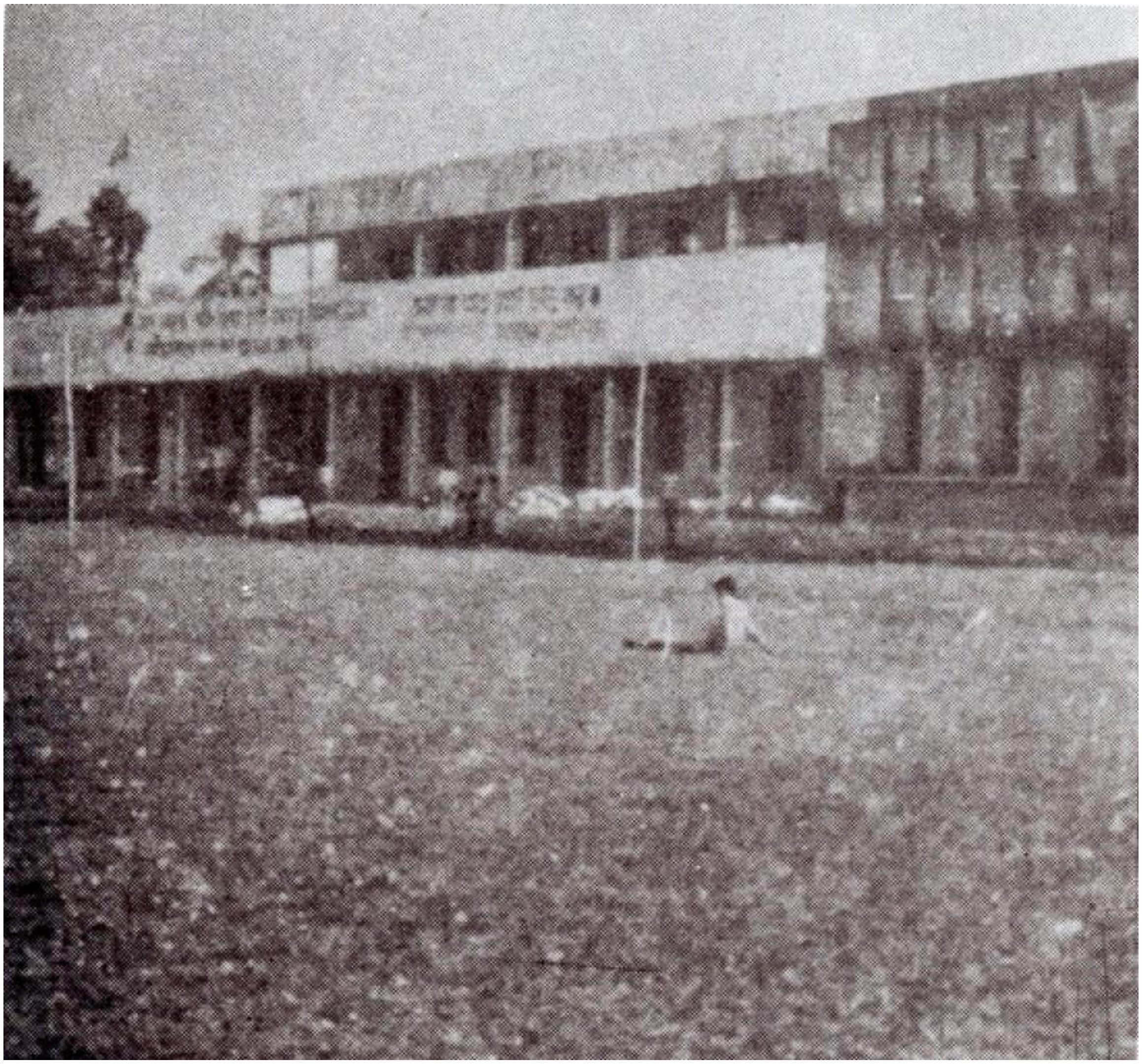

১৯৩৮ সালে তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ও শ্রমমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গোপালগঞ্জ যান। এ উপলক্ষ্যে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী তৈরির দায়িত্ব পড়ে **১৮** বছরের কিশোর শেখ মুজিবের ওপর। সভা শেষে সোহরাওয়ার্দী যান মিশন স্কুল দেখতে। স্কুলের ছাত্রদের পক্ষে তাঁকে সংবর্ধনা দেন শেখ মুজিব। স্কুল পরিদর্শন শেষে সোহরাওয়ার্দী যখন ফিরছিলেন, হাঁটতে হাঁটতে তাঁর সঙ্গে লঞ্চঘাট পর্যন্ত এগিয়ে যান শেখ মুজিব। এ সময় তাঁদের মধ্যে পরিচয় হয়। সোহরাওয়ার্দী তাঁর নাম-ঠিকানা লিখে নেন এবং পরবর্তীতে চিঠি লিখেন। মিশন স্কুল পরিদর্শনের সময় শেখ মুজিব স্কুলের কোন সমস্যার কথা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে জানান?

Answer: ছাদ থেকে পানি পড়া এবং ছাত্রাবাসের সমস্যা

৮ই ডিসেম্বর ২০২০

স্কুলজীবন থেকেই রাজনীতি ও আন্দোলনের প্রতি শেখ মুজিবুর রহমানের ঝোঁক ছিল। এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে গোপালগঞ্জ শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা তাঁর বাবা শেখ লুৎফর রহমানকে সতর্ক করেছিলেন। জবাবে তিনি বলেছিলেন, 'দেশের কাজ করছে, অন্যায় তো করছে না; যদি জেল খাটতে হয়, খাটবে; তাতে অমি দুঃখ পাব না। জীবনটা নষ্ট নাও তো হতে পারে, আমি ওর কাজে বাধা দিব না। আমার মনে হয়, পাকিস্তান না আনতে পারলে মুসলমানদের অস্তিত্ব থাকবে না।' স্কুলে পড়ার সময়ই শেখ মুজিবুর রহমান নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশন ও নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের কাউন্সিলর এবং

গোপালগঞ্জ মহকুমা মুসলিম ছাত্রলীগের সম্পাদক নির্বাচিত হন। কত বছর বয়সে শেখ মুজিব এই পদগুলোতে নির্বাচিত হন?

Answer: ২০

৯ই ডিসেম্বর ২০২০

গোপালগঞ্জ মিশন স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করার পর শেখ মুজিবুর রহমান ভর্তি হন কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে। ১৯২৪ সালের ৯ই ডিসেম্বর এ কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। মূলত কলকাতা এবং পূর্ব বাংলার মুসলমানদের শিক্ষাগত উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে এ কলেজটি নির্মাণ করা হয়। ইসলামিয়া কলেজে পড়ার সময় মুসলিম ছাত্রলীগ ও মুসলিম লীগের রাজনীতিতে আরও সক্রিয় হন শেখ মুজিব। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সান্নিধ্য পান আরও বেশি। এই কলেজে পড়ার সময় শেখ মুজিব প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সদস্য হন। কত বছর বয়সে তিনি প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সদস্য হন?

Answer: ২৩

১০ই ডিসেম্বর ২০২০

স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান আই.এ. শ্রেণীতে ভর্তি হন কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে। এই কলেজে পড়ার সময় তিনি বেকার হোস্টেলে থাকতেন। তিনি একটি কক্ষে থাকলেও বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু দুটি কক্ষ নিয়ে 'বঙ্গবন্ধু স্মৃতিকক্ষ' নির্মাণের উদ্যোগ নেন। ১৯৯৮ সালের ৩১শে জুলাই বঙ্গবন্ধু স্মৃতিকক্ষের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। এ স্মৃতিকক্ষে এখনো রয়েছে বঙ্গবন্ধুর ব্যবহৃত খাট, চেয়ার, টেবিল ও আলমারি। বঙ্গবন্ধু বেকার হোস্টেলের কত নম্বর কক্ষে থাকতেন?

Answer: ২৪

১১ই ডিসেম্বর ২০২০

১৯৪০ পরবর্তী সময়ে দেখা দেয় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। এ সময় লাখ লাখ লোক খাবারের অন্বেষণে শহরের দিকে ছুটে যান। তাঁদের পরনের কাপড়ও ছিল না ঠিকমতো। সবকিছু মিলিয়ে একটা ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। দুর্ভিক্ষের সময় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন সিভিল সাপ্লাই মন্ত্রী। তিনি কন্ট্রোল দোকান ও লঙ্গরখানা খোলার বন্দোবস্ত করেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে ভয়াবহ অবস্থার কথা জানিয়ে সাহায্য দিতে বলেন। এ সময় শেখ মুজিব নিজেকে নিয়োজিত করেন দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের সেবায়। তিনি মুসলিম লীগ অফিস, কলকাতা মাদরাসা ও আরও অনেক জায়গায় লঙ্গরখানা খোলেন। এ সময় গোপালগঞ্জেও ত্রাণকাজে অংশগ্রহণ করেন তিনি। দুর্ভিক্ষটি কোন সালে হয়েছিল?

Answer: ১৯৪৩ সালে (১৩৫০ বঙ্গাব্দ)

১২ই ডিসেম্বর ২০২০

১৯৪৬ সালে কলকাতার ইসলামিয়া কলেজ ছাত্র সংসদের গুরুত্বপূর্ণ একটি পদে বাধ্য হয়ে কিছুদিনের জন্য বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন শেখ মুজিবুর রহমান। অনেক চেষ্টা করেও দুই গ্রুপের মধ্যে আপস না হওয়ায় উভয় গ্রুপ অনুরোধ করে যে, হয় শেখ মুজিবকে দায়িত্ব নিতে হবে অথবা নির্বাচন দিতে হবে। এর আগের দুই বছরও নির্বাচন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হয়েছে। এখন যদি নির্বাচন প্রক্রিয়া আবারও শুরু হয়, তাহলে আর তা বন্ধ করা যাবে না। শুধু শুধু গোলমাল, লেখাপড়া নষ্ট ও টাকা খরচ হবে। এ কারণে শেখ মুজিব রাজি হন এবং শর্ত দেন যে, তিন মাসের বেশি তিনি এ পদে থাকবেন না। পরবর্তী সময়ে তিন মাসের মধ্যেই পদত্যাগপত্র দিয়ে আরেকজনকে সেই পদে নির্বাচিত করা হয়। ইসলামিয়া কলেজ ছাত্র সংসদের কোন পদে শেখ মুজিব নির্বাচিত হন?

Answer: সাধারণ সম্পাদক

১৩ই ডিসেম্বর ২০২০

১৯৪৬ সালে সংঘটিত হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার সময় শেখ মুজিবুর রহমান ত্রাণকাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। ত্রাণ নিয়ে ক্যাম্পে ক্যাম্পে দৌড়াদৌড়ি করে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। দেড় মাস পর অসুস্থ শরীর নিয়ে তিনি কলকাতায় ফিরে বেকার হোস্টেলের খাবার খেয়ে আরও অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ খবর পেয়ে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলকাতার একটি হাসপাতালে শেখ মুজিবের চিকিৎসার বন্দোবস্ত করেন। এ হাসপাতালে ১৫ দিন ভর্তি থেকে চিকিৎসা নেন তিনি। শেখ মুজিবুর রহমানকে কোন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল?

Answer: ট্রপিক্যাল স্কুল অব মেডিসিন হাসপাতালের ইউরোপিয়ান ওয়ার্ডে

১৪ই ডিসেম্বর ২০২০

১৯৪৭ সালে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে মিলে কাজ করছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। ওই বছর সাম্প্রদায়িক শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য মহাত্মা গান্ধী কলকাতা সফর করেন। শেখ মুজিবুর রহমান তখন মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। কোথায় মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে শেখ মুজিবের প্রথম সাক্ষাৎ হয়?

Answer: ব্যারাকপুরে

১৫ই ডিসেম্বর ২০২০

পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এবং তাঁর দল অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ প্রথমে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলোর ওপর নিজেদের আধিপত্য দাবি করেন এবং পরবর্তীতে মুসলিমদের জন্য একটি আলাদা রাষ্ট্রের দাবি জানান। এমন প্রেক্ষাপটে ব্রিটিশ ভারত ভাগ হয়ে যায়। দেশভাগের পর শেখ মুজিবুর রহমান কলকাতা থেকে পূর্ব বাংলায় চলে আসেন। কয়েকদিন গোপালগঞ্জ থেকে তিনি ঢাকায় আসেন। শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকায় এসে প্রথম কোথায় বসবাস করা শুরু করেন?

Answer: ১৫০ মোগলটুলী

১৬ই ডিসেম্বর ২০২০

১৯৭২ সালের মার্চে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক গণপরিষদ আদেশ জারি হওয়ার প্রেক্ষিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর গণপরিষদে সংবিধান গৃহীত হয় এবং ১৬ই ডিসেম্বর হতে এটি কার্যকর হয়। বঙ্গবন্ধু কবে সংবিধানে স্বাক্ষর করেন?

Answer: ১৪ই ডিসেম্বর

১৭ই ডিসেম্বর ২০২০

কলকাতার ইসলামিয়া কলেজ থেকে বিএ পাশ করার পর শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। পরবর্তী সময়ে তিনি ভাষা আন্দোলন ও পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ গঠনসহ বিভিন্ন আন্দোলনে যুক্ত হন এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিভাগে ভর্তি হন ?

Answer: আইন বিভাগে

১৮ই ডিসেম্বর ২০২০

১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর 'নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগে'র নাম বদলে 'নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ' করা হয়। ১৯৪৪ সালের পর সংগঠনের আর নির্বাচন হয়নি। কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ ও বিভিন্ন স্থান থেকে ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছেন। নতুন একটি ছাত্র সংগঠন করার ব্যাপারে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান আলোচনা শুরু করেন এবং এ বিষয়ে একমত হন। ১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক মুসলিম হলের অ্যাসেম্বলি হলে অনুষ্ঠিত এক সভায় 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ' নামে নতুন একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই সভাটি কবে হয়েছিল?

Answer: ৪ঠা জানুয়ারি ১৯৪৮

১৯ই ডিসেম্বর ২০২০

ভাষা আন্দোলনকে আরও বেগবান করার জন্য ১৯৪৮ সালের ২রা মার্চ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীদের সর্বদলীয় সভায় ‘রাষ্ট্রভাষা বাংলা সংগ্রাম পরিষদ’ গঠন করা হয়। ওই সভায় বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার দাবিতে ১১ই মার্চ ‘বাংলা ভাষা দাবি দিবস’ ও সাধারণ ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে সহকর্মীদের সঙ্গে ধর্মঘট পালনকালে বিক্ষোভরত অবস্থায় শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। কোন জায়গা থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়?

Answer: ইডেন বিল্ডিংয়ের (বর্তমান সচিবালয়) সামনে থেকে

২০ই ডিসেম্বর ২০২০

১৯৪৯ সালের ২৩শে জুন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিমের নেতৃত্বাধীন বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের একটি অংশের নেতাকর্মীদের সম্মেলনে ‘পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিগ লীগ’ প্রতিষ্ঠিত হয়। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে সভাপতি এবং শামসুল হককে সাধারণ সম্পাদক করা হয়। কারাবন্দি শেখ মুজিবুর রহমানকে করা হয় যুগ্ম-সম্পাদক। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়?

Answer: রোজ গার্ডেনে

২১শে ডিসেম্বর ২০২০

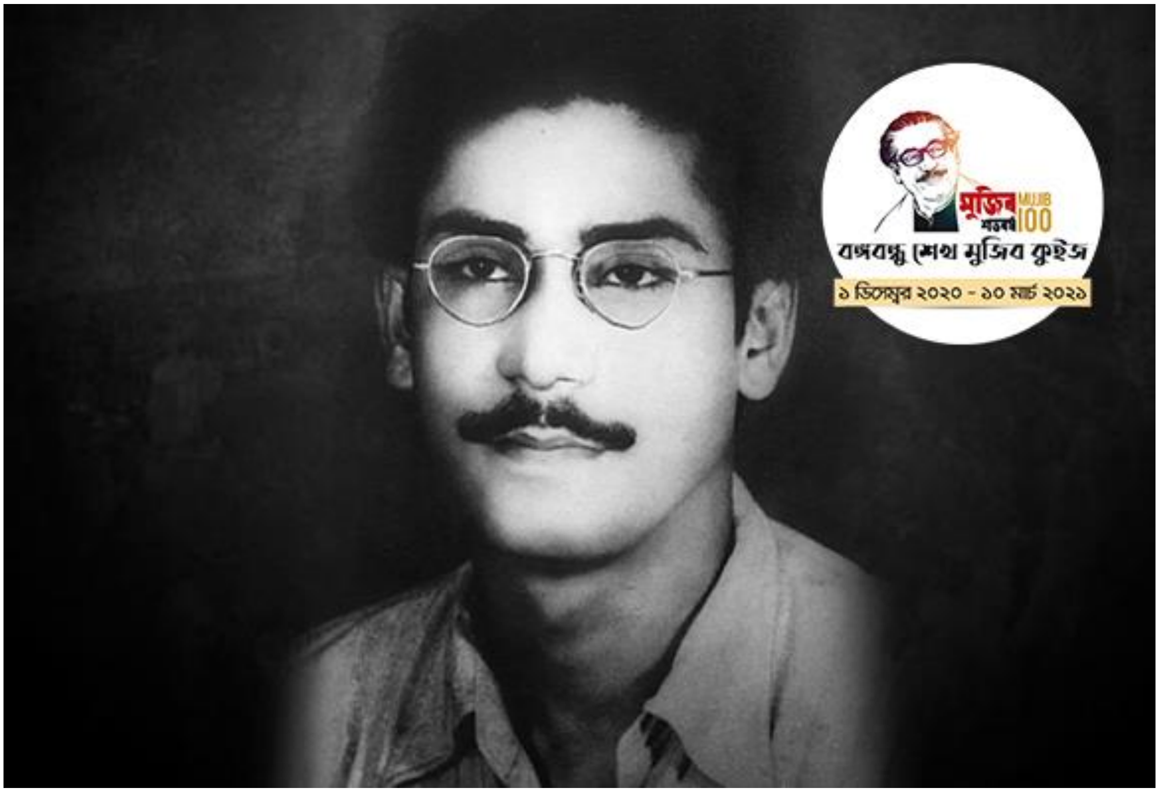

১৯৫২ সালে কারাগারে বন্দি থাকার সময় রাষ্ট্রভাষা দিবসকে সামনে রেখে ১৫ই ফেব্রুয়ারির মধ্যে নিজের মুক্তির দাবি জানান শেখ মুজিবুর রহমান। মুক্তি না দেওয়ায় ১৬ই ফেব্রুয়ারি থেকে আমরণ অনশন শুরু করেন তিনি। ২৭শে ফেব্রুয়ারি মুক্তির আদেশ এলে শেখ মুজিব অনশন ভাঙেন এবং ২৮শে ফেব্রুয়ারি মুক্তি পান। আমরণ অনশনের সময় শেখ মুজিবুর রহমান কোন কারাগারে ছিলেন?

Answer: ফরিদপুর কারাগারে

২২শে ডিসেম্বর ২০২০

১৯৫২ সালের ২-১২ই অক্টোবর চীনের পিকিং (বর্তমান বেইজিং) নগরীতে এশীয় এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের প্রতিনিধিদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় ‘শান্তি সম্মেলন’। সম্মেলন শেষে শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর সহকর্মীরা চীনের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরতে বের হন। এ সময় তাঁরা সাংহাইয়ের একটি কারখানার শ্রমিকদের বাড়ির অবস্থা দেখতে যান। সেখানে একটি বাড়িতে গিয়ে জানতে পারেন, তাঁরা নবদম্পতি। এ সময় শেখ মুজিব তাঁদের একটি উপহার দেন। উপহারটি কী ছিল?

Answer: নিজের হাতের আংটি

২৩শে ডিসেম্বর ২০২০

১৯৫২ সালের ২-১২ই অক্টোবর চীনের পিকিং (বর্তমান বেইজিং) নগরীতে এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের প্রতিনিধিদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় ‘শান্তি সম্মেলন’। এ সম্মেলনে তুরস্কের বিখ্যাত এক কবির সঙ্গে দেখা হয় শেখ মুজিবুর রহমানের। কোন কবির সঙ্গে শেখ মুজিবের সাক্ষাৎ হয়েছিল?

Answer: নাজিম হিকমত

২৪শে ডিসেম্বর ২০২০

১৯৫২ সালে কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে কিছুদিন বাড়িতে অবস্থান করেন শেখ মুজিবুর রহমান। কারাগারে অনশন করায় তিনি কিছুটা দুর্বল ছিলেন, ফলে বাড়িতে বিশ্রাম নেন। একদিন শেখ মুজিবকে খেলার ফাঁকে শেখ হাসিনা 'আব্বা' 'আব্বা' ডাকছিলেন। এ সময় ভাই-বোনদের একজন শেখ হাসিনাকে বলেন, 'হাচু আপা, হাচু আপা, তোমার আব্বাকে আমি একটু আব্বা বলি।' কে আব্বা ডাকতে চেয়েছিল?

Answer: শেখ কামাল

২৫শে ডিসেম্বর ২০২০

ঢাকার মুকুল হলে (আজাদ প্রেক্ষাগৃহ) পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের এক কাউন্সিলের আয়োজন করা হয় । এ কাউন্সিলেই আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন শেখ মুজিবুর রহমান। কোন সালে প্রথমবার আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন তিনি?

Answer: **১৯৫৩** সালে

২৬শে ডিসেম্বর ২০২০

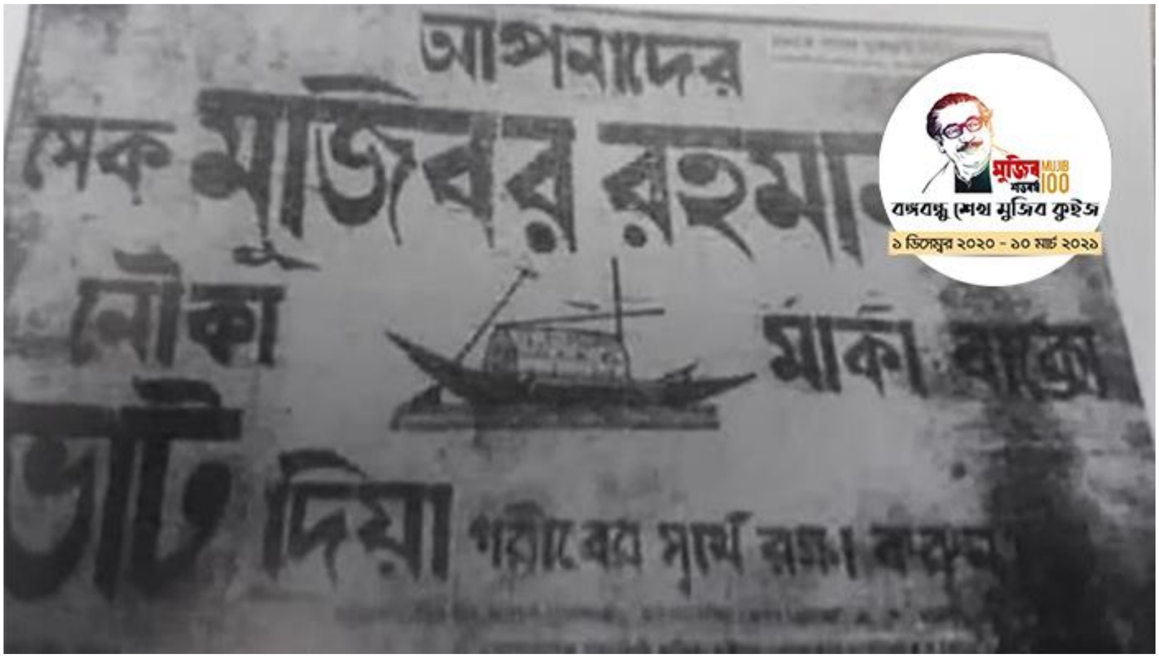

১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে তৎকালীন গোপালগঞ্জ-কোটালিপাড়া আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি মুসলিম লীগের প্রভাবশালী প্রার্থী ওয়াহিদুজ্জামানকে পরাজিত করেন। যুক্তফ্রন্টের প্রতীক ছিল নৌকা। সেই নির্বাচনে কত ভোটের ব্যবধানে শেখ মুজিব জয়ী হয়েছিলেন?

Answer: প্রায় ১০ হাজার

২৭শে ডিসেম্বর ২০২০

১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য গঠিত বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের নির্বাচনি মোর্চা হচ্ছে যুক্তফ্রন্ট। এ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করে। আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলাম ও গণতন্ত্রী দল নিয়ে গঠিত হয় যুক্তফ্রন্ট। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় শেখ মুজিবুর রহমান কোন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন?

Answer: কৃষি, ঋণ, সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়

২৮শে ডিসেম্বর ২০২০

১৯৫৬ সালের **১৬ই** সেপ্টেম্বর কোয়ালিশন সরকারের মন্ত্রিসভায় গুরুত্বপূর্ণ একটি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পান শেখ মুজিবুর রহমান। **১৯৫৭** সালের ৩০ মে তিনি মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। শেখ মুজিবকে কোয়ালিশন সরকারের কোন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়?

Answer: শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি দমন ও ভিলেজ-এইড মন্ত্রণালয়

২৯শে ডিসেম্বর ২০২০

১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে জয়ী হয়ে শেখ মুজিবুর রহমান মন্ত্রীর দায়িত্ব পান। কিন্তু কয়েকদিন পরই যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙে দেওয়া হয়। পরবর্তীতে **১৯৫৬** সালের **১৬ই** সেপ্টেম্বর কোয়ালিশন সরকারের মন্ত্রী হন শেখ মুজিবুর রহমান। সাড়ে আট মাস পর **১৯৫৭** সালের **৩০শে** মে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন তিনি। কেন পদত্যাগ করেছিলেন শেখ মুজিব?

Answer: সংগঠনকে শক্তিশালী করতে পূর্ণ কালীন সময় দিতে

৩০শে ডিসেম্বর ২০২০

১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন শুরু হলে শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। চৌদ্দ মাস জেল খাটার পর মুক্তি পেলেও জেলগেটেই আবার গ্রেফতার করা হয়। ১৯৬০ সালের ৭ই ডিসেম্বর তিনি হাইকোর্টে রিট করে মুক্তি লাভ করেন। পরে সামরিক শাসন ও আইয়ুববিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলতে গোপনে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন। এ সময়ই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের লক্ষ্যে বিশিষ্ট ছাত্রনেতাদের দ্বারা একটি গোপন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। ওই সংগঠনটির নাম কী?

Answer: স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ

৩১শে ডিসেম্বর ২০২০

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাজবন্দি হিসেবে কারাগারে থাকা অবস্থায় তিনটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। গ্রন্থগুলোতে একদিকে ব্যক্তি হিসেবে বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী চিন্তা গভীরভাবে রূপায়িত হয়েছে, অন্যদিকে তখনকার সময়ের পটভূমিতে তাঁর রাজনৈতিক জীবন চমৎকারভাবে উঠে এসেছে। পাশাপাশি তুলে ধরা হয়েছে জগতের নানান দিক। বঙ্গবন্ধুর লেখা প্রথম গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ২০১২ সালে। প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ কোনটি?

Answer: অসমাপ্ত আত্মজীবনী

১লা জানুয়ারি ২০২১

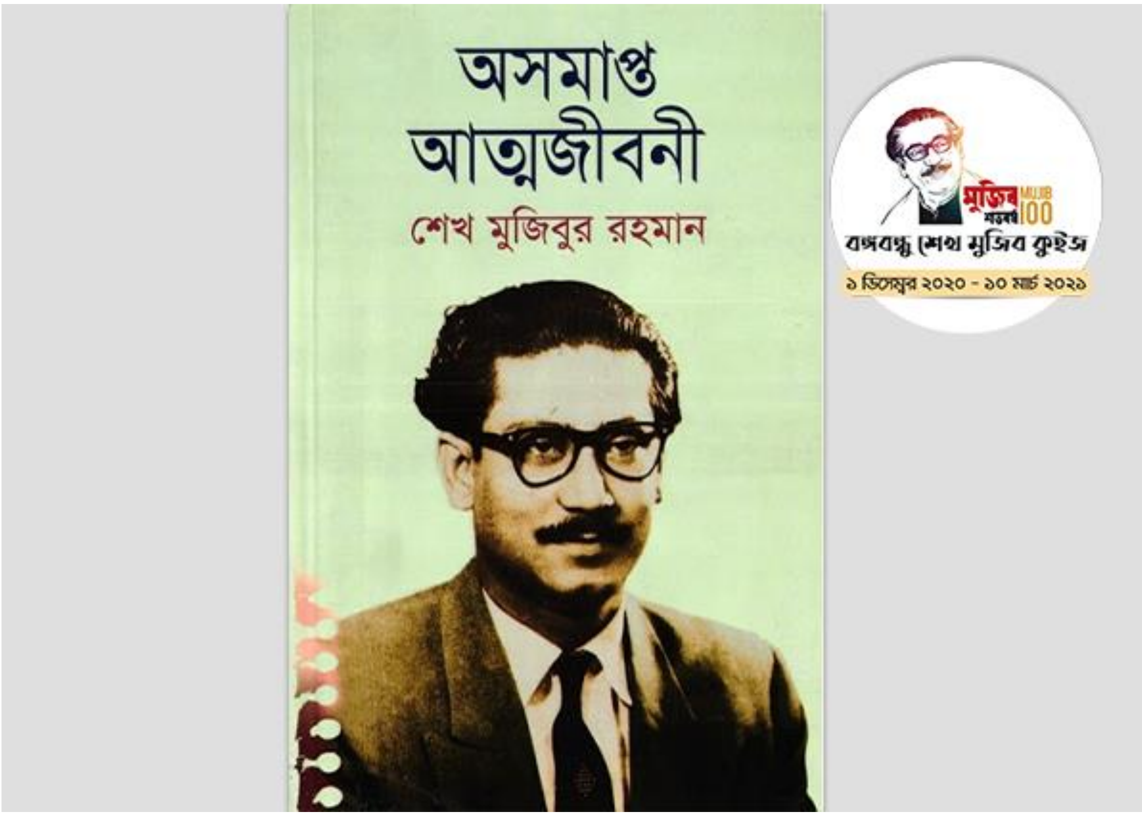

'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মজীবনীমূলক রচনা। ২০১২ সালের জুন মাসে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এ পর্যন্ত ইংরেজি, উর্দু, জাপানি, চীনা, আরবি, ফরাসি, হিন্দি, তুর্কি, নেপালি, স্পেনীয়, অসমীয়া ও রুশ ভাষায় গ্রন্থটি অনূদিত হয়েছে। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছেন কে?

Answer: শেখ হাসিনা

২রা জানুয়ারি ২০২১

পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যকার বৈষম্য এবং পূর্ব বাংলায় পশ্চিম পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ উপনিবেশিক শাসন অবসানের লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ ঘোষিত কর্মসূচি হচ্ছে '৬ দফা'। ১৯৬৬ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি বিরোধী দলসমূহের জাতীয় সম্মেলনের বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবি পেশ করেন এবং সম্মেলনের আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভূক্তির দাবি জানান। কিন্তু আলোচ্যসূচিতে ৬ দফা দাবি না রাখায় তিনি সম্মেলন বর্জন করেন। শেখ মুজিব কোথায় প্রথম ৬ দফা দাবি উত্থাপন করেন?

Answer: লাহোরে

৩রা জানুয়ারি ২০২১

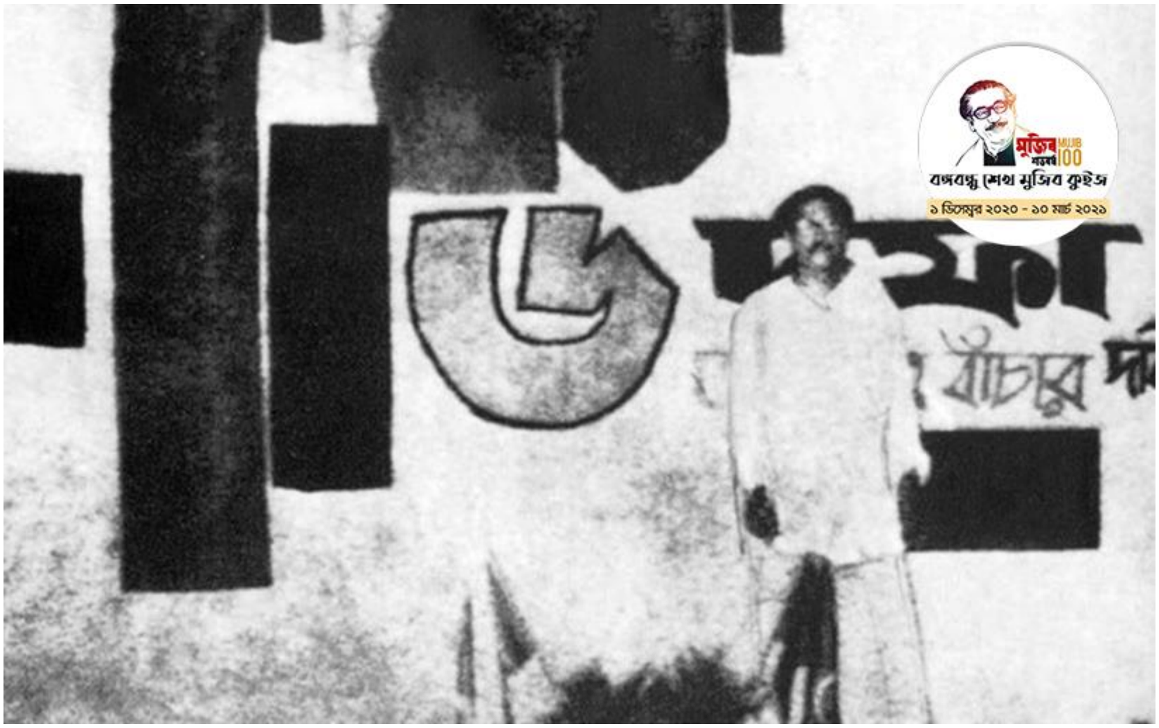

১৯৬৬ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় ৬ দফা প্রস্তাব ও দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলনের কর্মসূচি হিসেবে গৃহীত হয়। ৬ দফা নিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান ও তাজউদ্দীন আহমদের বিশ্লেষণসহ একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। এরপর **১৮**ই মার্চ আওয়ামী লীগের কাউন্সিলে শেখ মুজিবুর রহমানের নামে একটি পুস্তিকা প্রচার করা হয়। এই পুস্তিকাটির নাম কী ছিল?

Answer: আমাদের বাঁচার দাবী: ছয় দফা কর্মসূচী

৪ঠা জানুয়ারি ২০২১

৬ দফাকে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ বলা হয়। ৬ দফার মূল বক্তব্য ছিল—প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয় ছাড়া সব ক্ষমতা প্রাদেশিক সরকারের হাতে থাকবে। পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানে দুটি পৃথক ও সহজ বিনিময় যোগ্য মুদ্রা থাকবে। সরকারের কর, শুল্ক ধার্য ও আদায় করার দায়িত্ব প্রাদেশিক সরকারের হাতে থাকাসহ দুই অঞ্চলের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার আলাদা হিসাব থাকবে। পূর্ব বাংলার প্রতিরক্ষা ঝুঁকি কমানোর জন্য এখানে আধা-সামরিক বাহিনী গঠন ও নৌবাহিনীর সদর দপ্তর স্থাপন। ৬ দফাকে কীসের সঙ্গে তুলনা করা হয়?

Answer: ম্যাগনাকার্টা

৫ই জানুয়ারি ২০২১

১৯৬৬ সালের ১৮ মার্চ আওয়ামী লীগের কাউন্সিলে ৬ দফা অনুমোদন পায় এবং দলীয় কর্মসূচি হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হয়। ৬ দফার প্রেক্ষাপটেই ৮ মে ধানমন্ডির বাসা থেকে শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। ৬ দফা দাবি বাস্তবায়ন ও শেখ মুজিবসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবিতে ৭ জুন হরতালের কর্মসূচি ঘোষণা করে আওয়ামী লীগ। হরতাল কর্মসূচি পালন করতে গিয়ে ঢাকা, টঙ্গী, নারায়ণগঞ্জে পুলিশ ও ইপিআরের গুলিতে মনু মিয়াসহ কয়েকজন নিহত হন। মোট কতজন নিহত হন?

Answer: **১১** জন

৬ই জানুয়ারি ২০২১

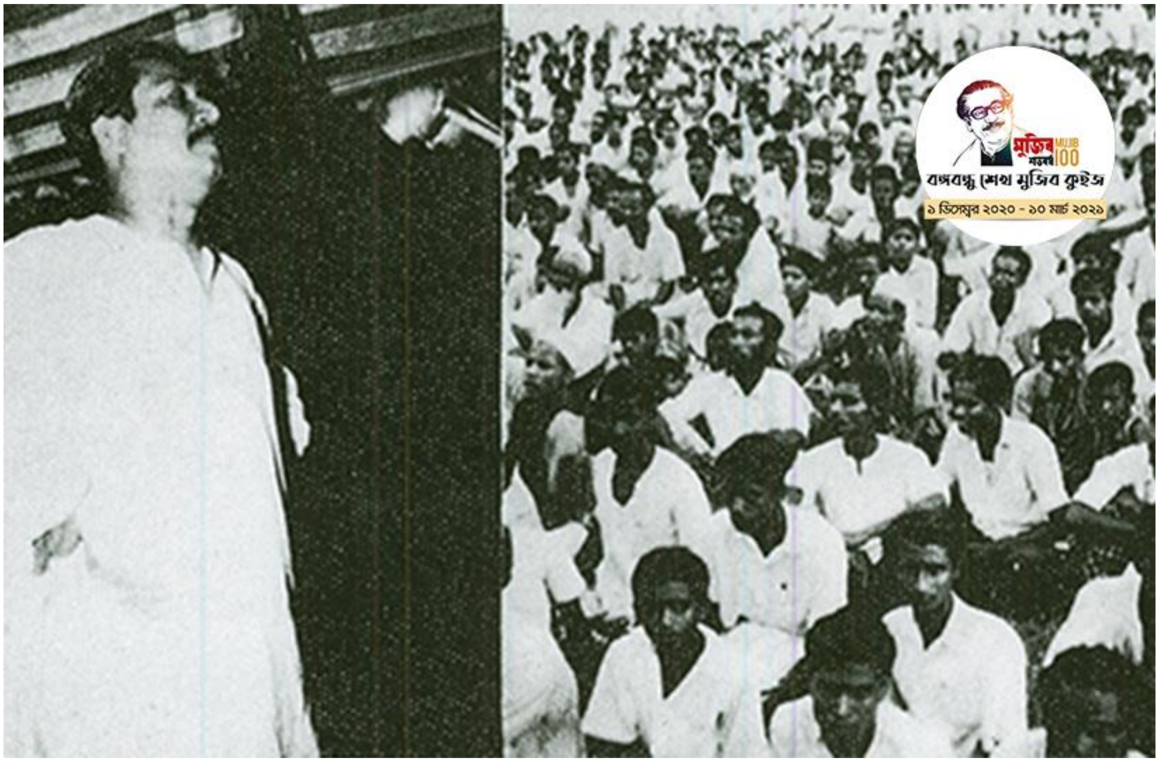

১৯৬৬ সালের ১৮ই মার্চ থেকে ২০শে মার্চ ইডেন হোটেল প্রাঙ্গণে আওয়ামী লীগের ৬ষ্ঠ কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। কাউন্সিলে ৬ দফার প্রতিটি দফা যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করেন শেখ মুজিবুর রহমান। এ কাউন্সিলেই তিনি আওয়ামী লীগের গুরুত্বপূর্ণ একটি পদে নির্বাচিত হন এবং ৬ দফার পক্ষে জনমত সৃষ্টির লক্ষ্যে সারা বাংলায় গণসংযোগ সফর শুরু করেন। এ সময়ে তাঁকে আটবার গ্রেফতার করা হয়। ৬ষ্ঠ কাউন্সিলে শেখ মুজিব আওয়ামী লীগের কোন পদে নির্বাচিত হন?

Answer: সভাপতি

৭ই জানুয়ারি ২০২১

শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর জীবনের একটা বড় অংশই কারাগারে কাটিয়েছেন। এমনকি একটানা বছরের পর বছরও তাঁকে বিনা বিচারে কারাগারে বন্দি থাকতে হয়েছে। পরিবারের সদস্যরা জেলগেটে গিয়ে শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা করতেন। তাঁর ছোট ছেলে শেখ রাসেল কারাগারকে কী বলত?

Answer: আব্বার বাড়ি

৮ই জানুয়ারি ২০২১

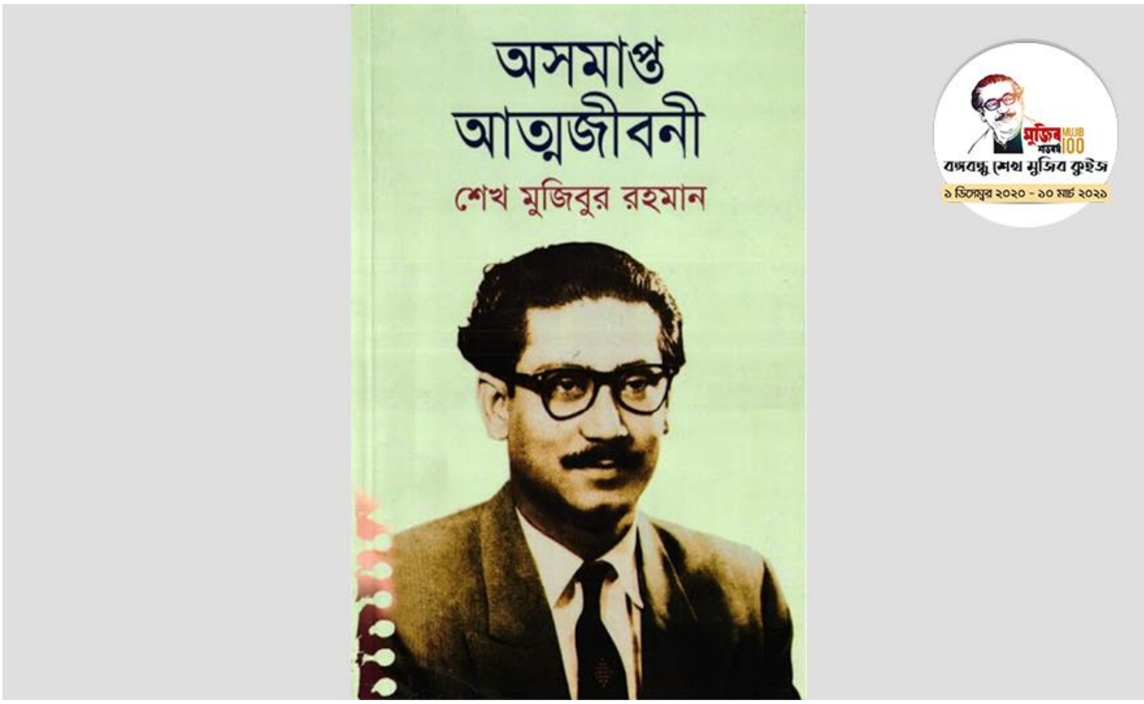

শেখ মুজিবুর রহমান তখন কারাগারে। বন্ধু-বান্ধবরা তাঁকে জীবনী লেখার তাগিদ দেন। সহকর্মীরাও বলেন, ‘রাজনৈতিক জীবনের ঘটনাগুলি লিখে রাখ, ভবিষ্যতে কাজে লাগবে’। বেগম ফজিলাতুননেছাও একদিন জেলগেটে বলেন, ‘বসেই তো আছ, লেখ তোমার জীবনের কাহিনী।’ উত্তরে শেখ মুজিব বলেন, ‘লিখতে যে পারি না; আর এমন কি করেছি যা লেখা যায়! আমার জীবনের ঘটনাগুলি জেনে জনসাধারণের কি কোনো কাজে লাগবে? কিছুই তো করতে পারলাম না। শুধু এইটুকু বলতে পারি, নীতি ও আদর্শের জন্য সামান্য একটু ত্যাগ স্বীকার করতে চেষ্টা করেছি।’ হঠাৎ একদিন শেখ মুজিবেরও মনে হয়, ভালো লিখতে না পারলেও ঘটনা যতদূর মনে আছে লিখে রাখতে আপত্তি কি? সময় তো কিছু কাটবে। পরে লিখতে শুরু করেন। শেখ মুজিবকে জীবনী লেখার জন্য খাতা কিনে জেলগেটে জমা দিয়েছিলেন কে?

Answer: বেগম ফজিলাতুন্নেসা

৯ই জানুয়ারি ২০২১

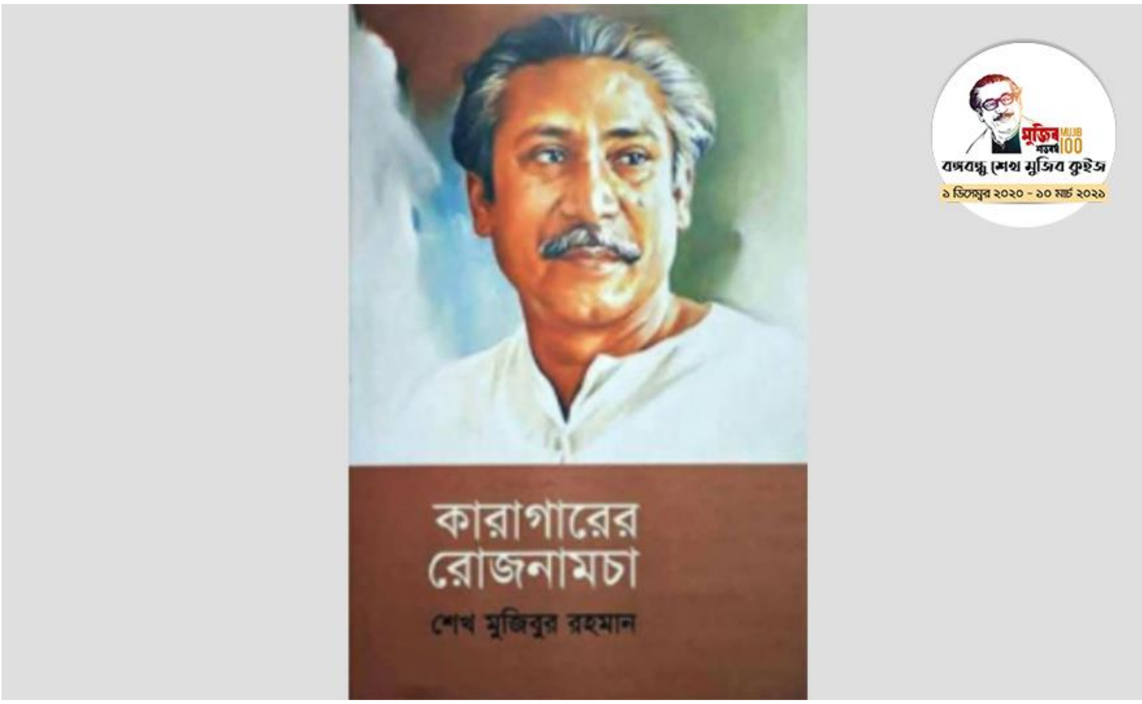

রাজনীতির পথ পরিক্রমায় শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর জীবনের একটা বড় অংশই কারাগারে কাটিয়েছেন। এমনকি টানা বছরের পর বছরও তাঁকে কারাগারে বন্দি থাকতে হয়েছে। কারাবন্দি থাকার সময়ও শেখ মুজিব তৎকালীন রাজনীতি, সমাজ ও অর্থনীতি নিয়ে ভেবেছেন। এর প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর লেখা স্মৃতিকথায়। কারাজীবন নিয়ে শেখ মুজিবের লেখা স্মৃতিগ্রন্থ ‘কারাগারের রোজনামচা’র নামকরণ কে করেন?

Answer: শেখ রেহানা

১০ই জানুয়ারি ২০২১

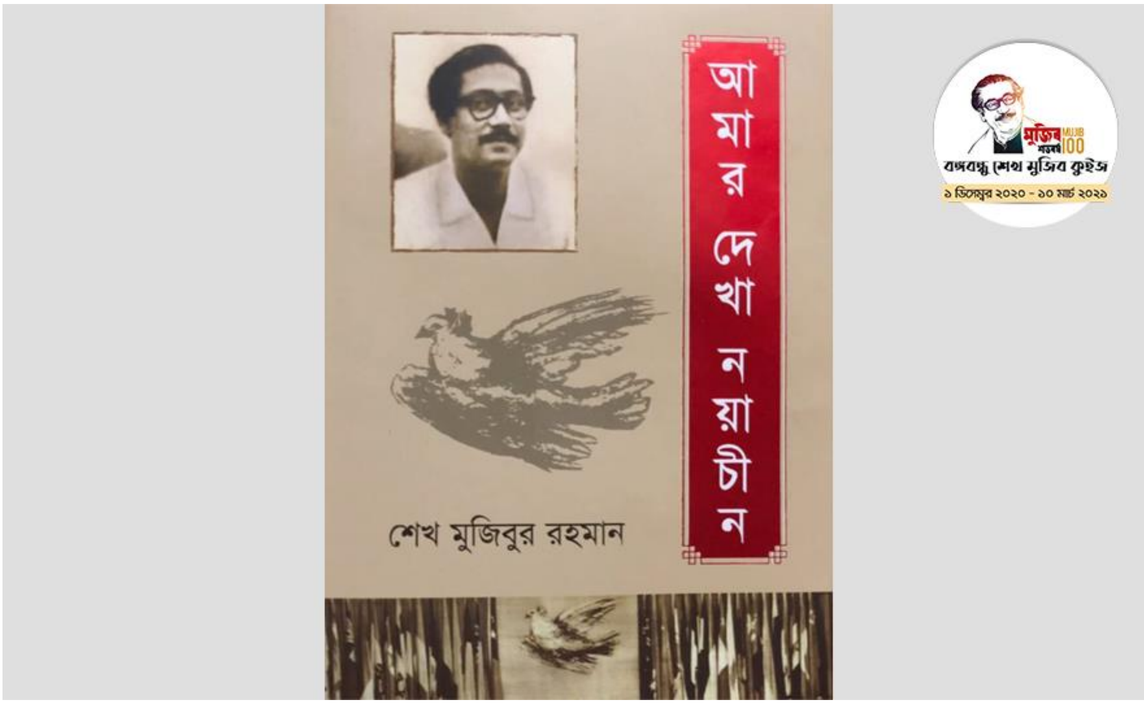

শেখ মুজিবুর রহমানের চীন সফরের অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা গ্রন্থের নাম ‘আমার দেখা নয়াচীন’। এ গ্রন্থে তাঁর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মনোভাব, অসাম্প্রদায়িক ভাবাদর্শ ও বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার গভীর পরিচয় মেলে। একজন তরুণ রাজনীতিকের মনন-পরিচয়, গভীর দেশপ্রেম ও নিজ দেশকে গড়ে তোলার সংগ্রামী প্রত্যয় ফুটে উঠেছে রচনার পরতে পরতে। অপার সৌন্দর্যপ্রিয়তা, জীবন-সমাজ-সংস্কৃতির প্রতি মুগ্ধদৃষ্টি ও সঞ্জীবন-তৃষ্ণা এ গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য। গ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছেন কে?

Answer: শেখ হাসিনা

১১ই জানুয়ারি ২০২১

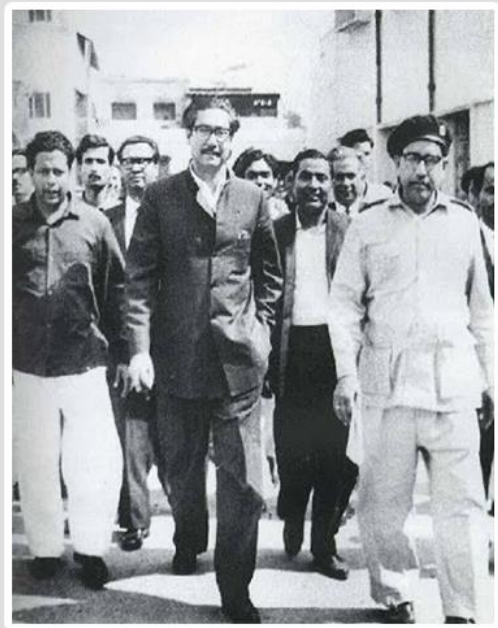

১৯৬৮ সালের ৩ জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমানসহ ৩৫ জনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ তুলে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে পাকিস্তান সরকার। মামলায় বলা হয়, শেখ মুজিব ও অন্যান্যরা ভারতের সঙ্গে মিলে পাকিস্তানের অখণ্ডতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আনুষ্ঠানিক নাম কী?

Answer: রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য

১২ই জানুয়ারি ২০২১

১৯৬৬ সালের ৮ই মে থেকে কারাবন্দি ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৬৮ সালের ১৭ই জানুয়ারি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে তিনি মুক্তি পেলেও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় জেলগেট থেকে তাঁকে আবারও গ্রেফতার করা হয় এবং ঢাকা সেনানিবাসে নিয়ে যাওয়া হয়। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামিদের মুক্তির দাবিতে সারা দেশে বিক্ষোভ শুরু হয়। কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে ঢাকা সেনানিবাসে শুরু হয় মামলার বিচার। কবে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচার কাজ শুরু হয়?

Answer: ১৯ জুন, ১৯৬৮

১৩ই জানুয়ারি ২০২১

১৯৬৯ সালের ৫ই জানুয়ারি ৬ দফাসহ ১১ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবুর রহমানসহ বন্দিদের মুক্তির দাবিতে দেশব্যাপী ছাত্র আন্দোলন শুরু করে সংগঠনটি। এ আন্দোলন গণআন্দোলনে পরিণত হয়। পরে ১৪৪ ধারা ও কারফিউ ভঙ্গ, পুলিশ-ইপিআরের গুলিবর্ষণ ও বহু হতাহতের মধ্য দিয়ে তা গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয় পাকিস্তান সরকার। কবে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামিদের মুক্তি দেওয়া হয়?

Answer: ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯

১৪ই জানুয়ারি ২০২১

১৯৬৯ সালের ছাত্র আন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে রূপ নিলে শেখ মুজিবুর রহমানকে প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হবে বলে ঘোষণা দেয় আইয়ুব সরকার। কিন্তু প্যারোলে মুক্তির বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করেন শেখ মুজিব। পরে জনগণের অব্যাহত চাপের মুখে ২২শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান সরকার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয় এবং শেখ মুজিবসহ অন্যদের মুক্তি দেওয়া হয়। পরের দিন ২৩শে ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবকে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে গণসংবর্ধনা দেওয়া হয় এবং ‘বঙ্গবন্ধু’ উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এই গণসংবর্ধনাটি কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল?

Answer: রমনা রেসকোর্স ময়দানে

১৫ই জানুয়ারি ২০২১

১৯৬৯ সালের ৫ই ডিসেম্বর এক আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, ‘‘একসময় এদেশের বুক হইতে, মানচিত্রের পৃষ্ঠা হইতে ‘বাংলা’ কথাটির সর্বশেষ চিহ্নটুকুও চিরতরে মুছিয়া ফেলার চেষ্টা করা হইয়াছে।... জনগণের পক্ষ হইতে আমি ঘোষণা করিতেছি- আজ হইতে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশটির নাম ‘পূর্ব পাকিস্তান’- এর পরিবর্তে শুধুমাত্র ‘বাংলাদেশ’।’’ কোন জাতীয় নেতার মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত সভায় বঙ্গবন্ধু পূর্ব বাংলার নামকরণ ‘বাংলাদেশ’ করেন?

Answer: হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি

১৬ই জানুয়ারি ২০২১

১৯৭০ সালের ৮ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাবনার তৎকালীন জিন্নাহ পার্কে (বর্তমান শহিদ অ্যাডভোকেট আমিন উদ্দিন স্টেডিয়াম) এক জনসভায় একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের জোর দাবি জানিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। প্রকল্পটির নাম কী?

Answer: রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র

১৭ই জানুয়ারি ২০২১

১৯৭০ সালের ৬ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পুনরায় আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। পাকিস্তানে তখন সাধারণ নির্বাচনের হাওয়া বইছে। ১লা এপ্রিল আওয়ামী লীগের কার্যকরী পরিষদের সভায় নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। শুরু হয় দেশব্যাপী নির্বাচনী প্রচারণা। **১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রধান নির্বাচনী কর্মসূচি কী ছিল?**

Answer: ৬ দফা

১৮ই জানুয়ারি ২০২১

ছবিটি ১৯৭০ সালের নির্বাচনী জনসভার, যেটি অনুষ্ঠিত হয় কিশোরগঞ্জের কুলিয়ারচরে

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের দলীয় প্রতীক হিসেবে 'নৌকা' পছন্দ করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং ঢাকার ধোলাইখালে প্রথম নির্বাচনী জনসভার মধ্য দিয়ে প্রচারণা শুরু করেন। ৬ দফার আলোকে আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করার জন্য দেশবাসীর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান তিনি। বঙ্গবন্ধু কবে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রতীক হিসেবে 'নৌকা' পছন্দ করেন?

Answer: ১৭ অক্টোবর ১৯৭০

১৯শে জানুয়ারি ২০২১

প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে ধানমন্ডি গার্লস হাইস্কুল কেন্দ্রে ভোট দেন বঙ্গবন্ধু।

১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন লাভ করে আওয়ামী লীগ। অন্যদিকে ১৭ই ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনেও জনগণ আওয়ামী লীগের পক্ষে রায় দেয় এবং ৩০০টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ কতটি আসনে জয়লাভ করে?

Answer: ২৮৮ (+ ১০ সংরক্ষিত মাহলা আসন)

২০শে জানুয়ারি ২০২১

বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন বঙ্গবন্ধু

১৯৭১ সালের **১২ই** জানুয়ারি ঢাকায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। **১৩ই** জানুয়ারি দ্বিতীয় দফা বৈঠক শেষে বঙ্গবন্ধু সাংবাদিকদের জানান, আলোচনা সন্তোষজনক। প্রেসিডেন্ট শিগগিরই ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যকার বৈঠক কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল?

Answer: প্রেসিডেন্ট ভবনে (বর্তমান স্টেট গেস্ট হাউজ সুগন্ধা)

২১শে জানুয়ারি ২০২১

পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের পর দেশবাসীকে একটি সর্বজনগ্রাহ্য শাসনতন্ত্র উপহার দিতে আলোচনায় বসেন আওয়ামী লীগের প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান ও পাকিস্তান পিপলস পার্টির প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো। ১৯৭১ সালের ২৭শে জানুয়ারি ঢাকায় এই আলোচনা শুরু হয়। পরপর তিন দিন তাঁদের মধ্যে দেশের শাসনতন্ত্র নিয়ে রুদ্ধদ্বার বৈঠকের পর আলোচনা ব্যর্থ হয়। ৬-দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কথা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন বঙ্গবন্ধু। এই বৈঠক কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?

Answer: বঙ্গবন্ধুর বাসভবন (ধানমন্ডি ৩২ নম্বর)

২২শে জানুয়ারি ২০২১

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বিশাল জনসমুদ্রে ভাষণ দেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি ঘোষণা করেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, জয় বাংলা।' ঐতিহাসিক এই ভাষণে তিনি প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলতে এবং শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য সবাইকে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান। ২০১৭ সালের ৩০শে অক্টোবর এই ভাষণকে বিশ্ব ঐতিহ্যের ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া আন্তর্জাতিক সংস্থাটির নাম কী?

Answer: ইউনেস্কো

২৩শে জানুয়ারি ২০২১

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের মাধ্যমে মূলত বাংলার মানুষকে স্বাধীনতার সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ভাষণের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেন ছাত্র-জনতা। বাংলার স্বাধিকার আন্দোলন আরও জোরালো হয়। অফিস-আদালত, ব্যাংক, স্কুল-কলেজ, গাড়ি, শিল্প-কারখানা সবই বঙ্গবন্ধুর আদেশ অনুযায়ী চলে এবং বাংলার মানুষ অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেয়। ৭ই মার্চের ভাষণের জন্য কোন ম্যাগাজিন বঙ্গবন্ধুকে ‘রাজনীতির কবি’ (পয়েট অব পলিটিক্স) আখ্যা দেয়?

Answer: নিউজউইক

২৪শে জানুয়ারি ২০২১

১৯৭১ সালের মার্চে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে তৃতীয় দফা আলোচনা শেষে সাংবাদিক ও জনতার সঙ্গে কথা বলছেন বঙ্গবন্ধু

১৯৭১ সালের মার্চে অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমিতে ঢাকার প্রেসিডেন্ট ভবনে (বর্তমান স্টেট গেস্ট হাউজ সুগন্ধা) প্রেসিডেন্ট আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তর বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়। পরপর কয়েক দিন কয়েক দফায় এই আলোচনা চললেও শেষ পর্যন্ত তা ব্যর্থ হয়। প্রথম দফায় আলোচনা শুরু হয় কবে?

Answer: **১৬ই মার্চ**

২৫শে জানুয়ারি ২০২১

ক্ষমতা হস্তান্তর প্রশ্নে **১৯৭১** সালের মার্চে আওয়ামী লীগের প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে দফায় দফায় আলোচনার মধ্যেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পাকিস্তান পিপলস পার্টির প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টোকে ঢাকায় আমন্ত্রণ জানান। ভুট্টো প্রথমে সেই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলেও **২১**শে মার্চ তিনি ঢাকায় আসেন এবং **২২**শে মার্চ ইয়াহিয়া ও বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনায় বসেন। তাঁদের আলোচনা কতক্ষণ স্থায়ী হয়?

Answer: ৭০ মিনিট

২৬শে জানুয়ারি ২০২১

ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব দিবস উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সরকারি ছুটি ঘোষণা করেন। ওই দিন স্বাধীন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগ্রাম পরিষদ দেশব্যাপী ‘প্রতিরোধ দিবস’ পালন করে। সকাল থেকেই দলে দলে বিভিন্ন মিছিল বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির বাসভবনের সামনে সমবেত হয়। বঙ্গবন্ধু তাঁর বাসভবনে স্বাধীন বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত পতাকা উত্তোলন করেন। ওই দিন প্রেসিডেন্ট ভবন ও সেনা সদর দফতর ছাড়া দেশের কোথাও পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা উড়ে নাই। বঙ্গবন্ধু প্রথম কবে তাঁর বাসভবনে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন?

Answer: ২৩ মার্চ

২৭শে জানুয়ারি ২০২১

গ্রেফতারের কয়েক দিন পর বঙ্গবন্ধুকে পশ্চিম পাকিস্তানে নেওয়া হয়। করাচি বিমানবন্দরে সৈন্যবেষ্টিত বঙ্গবন্ধু

রাজনৈতিক কারণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বহুবার গ্রেফতার করা হয়েছে। এমনকি টানা বছরের পর বছরও তিনি কারাগারে বন্দি ছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার অভিযোগে বঙ্গবন্ধুকে তাঁর ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের বাসভবন থেকে গ্রেফতার করা হয়েছিল এবং এটিই ছিল তাঁর জীবনে শেষবারের মতো গ্রেফতার হওয়ার ঘটনা। কবে শেষবার গ্রেফতার হয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু?

Answer: **১৯৭১** সালের ২৬শে মার্চ

২৮শে জানুয়ারি ২০২১

গ্রেফতারের কয়েক দিন পর বঙ্গবন্ধুকে পশ্চিম পাকিস্তানে নেওয়া হয়। করাচি বিমানবন্দরে সৈন্যবেষ্টিত বঙ্গবন্ধু

ক্ষমতা হস্তান্তর প্রশ্নে ১৯৭১ সালের ১৬ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার বৈঠক শুরু হয়। আলোচনার জন্য ভুট্টোও ঢাকায় আসেন। ২২শে মার্চ বঙ্গবন্ধু-ইয়াহিয়া-ভুট্টোর আলোচনা হয়। কিন্তু সব আলোচনাই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। ২৫শে মার্চ সন্ধ্যায় ইয়াহিয়া ঢাকা ত্যাগ করেন। এ রাতেই নিরস্ত্র বাঙালির ওপর পাকিস্তান সেনাবাহিনী হামলা করে। ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে (রাত ১২টা ২০ মিনিটে) বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন বঙ্গবন্ধু। পাকিস্তান সেনাবাহিনী রাত ১টা ৩০ মিনিটে বঙ্গবন্ধুকে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে কোথায় নেওয়া হয়?

Answer: ঢাকা সেনানিবাস

২৯শে জানুয়ারি ২০২১

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে ঢাকা সেনানিবাসে নিয়ে যায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী এবং এর তিন দিন পর তাঁকে বন্দি অবস্থায় পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে গোপনে বঙ্গবন্ধুর বিচার শুরু হয়। ঢাকা থেকে করাচিতে স্থানান্তরের পর বঙ্গবন্ধুকে কোন কারাগারে বন্দি করে রাখা হয়?

Answer: লায়ালপুর কারাগার

৩০শে জানুয়ারি ২০২১

মুজিবনগর সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের একটি চিত্র

বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠিত হয় প্রবাসে, **১৯৭১** সালের মুক্তিযুদ্ধকালে। ২৬শে মার্চ বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণার পর প্রবাসে এ সরকার গঠিত হয়। **১৭ই** এপ্রিল মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলা গ্রামে এ সরকার শপথ গ্রহণ করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে বৈদ্যনাথতলা গ্রামের নামকরণ হয় মুজিবনগর। এ সরকারের কর্মকাণ্ড বাংলাদেশ ভূখণ্ডের বাইরে থেকে পরিচালিত হয়েছিল বলে এটি প্রবাসী মুজিবনগর সরকার হিসেবেও পরিচিত। মুজিবনগর সরকার কবে গঠিত হয়?

Answer: **১০** এপ্রিল **১৯৭১**

৩১শে জানুয়ারি ২০২১

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ষড়যন্ত্র করাসহ তথাকথিত অপরাধে পাকিস্তানের লায়ালপুর কারাগারে গোপনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার শুরু হয় এবং তাঁকে দেশদ্রোহী ঘোষণা করে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। রায় কার্যকর করতে **১৯৭১** সালের ডিসেম্বরে লায়ালপুর কারাগার থেকে বঙ্গবন্ধুকে অন্য একটি কারাগারে স্থানান্তর করা হয় এবং তাঁর সামনে কবর খোঁড়া হয়। মৃত্যুদণ্ডের রায় কার্যকর করতে বঙ্গবন্ধুকে কোন কারাগারে নেওয়া হয়?

Answer: মিয়ানওয়ালি কারাগার

১লা ফেব্রুয়ারি ২০২১

“যতকাল রবে পদ্মা যমুনা গৌরী মেঘনা বহমান ততকাল রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবর রহমান।” —এই কবিতাটি কে লিখেছেন?

Answer: অন্নদাশঙ্কর রায়

২রা ফেব্রুয়ারি ২০২১

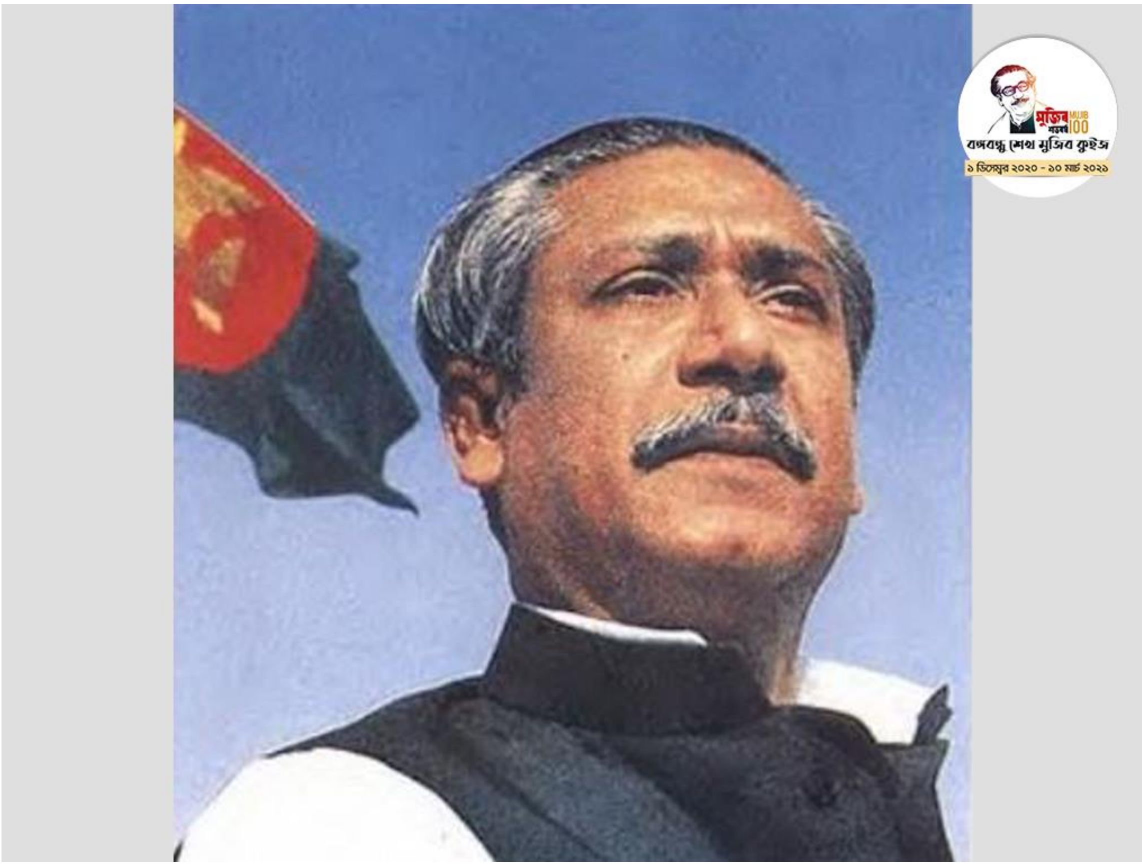

"শোন একটি মুজিবরের থেকে

লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি

আকাশে বাতাসে ওঠে রণী

বাংলাদেশ, আমার বাংলাদেশ।"

—গানটি কে লিখেছেন?

Answer: গৌরিপ্রসন্ন মজুমদার

৩রা ফেব্রুয়ারি ২০২১

"এই বাংলার আকাশ-বাতাস, সাগর-গিরি ও নদী

ডাকিছে তোমারে বঙ্গবন্ধু, ফিরিয়া আসিতে যদি"

—কবিতাটি কে লিখেছেন?

Answer: বেগম সুফিয়া কামাল

৪ঠা ফেব্রুয়ারি ২০২১

“মুজিবুর রহমান!

ওই নাম যেন বিসুভিয়াসের অগ্নি-উগারী বান।”

—কবিতাটি কে লিখেছেন?

Answer: পল্লীকবি জসীম উদ্‌দীন

৫ই ফেব্রুয়ারি ২০২১

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জিত হয়। স্বাধীনতা লাভ করার পর বাংলাদেশ সরকারের দাবি এবং বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার চাপে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয় পাকিস্তান। দীর্ঘ সাড়ে ৯ মাস কারাভোগের পর ১৯৭২ সালের ৮ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে লন্ডন যান। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী তখন অবকাশকালীন ছুটিতে শহরের বাইরে ছিলেন। পরে তিনি ছুটি ত্যাগ করে ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটে ফিরেন এবং বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ওই সময় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?

Answer: এডওয়ার্ড হিথ

৬ই ফেব্রুয়ারি ২০২১

লন্ডন থেকে ঢাকায় ফেরার পথে ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি ভারতের দিল্লিতে যাত্রাবিরতি নেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এ দিন দিল্লির প্যারেড গ্রাউন্ডে এক জনসভায় বক্তব্যও রাখেন তিনি। বঙ্গবন্ধু দিল্লির পালাম বিমানবন্দরে অবতরণ করলে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান কে কে?

Answer: ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরি ও প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী

৭ই ফেব্রুয়ারি ২০২১

১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করলে তাঁকে অবিস্মরণীয় সংবর্ধনা দেওয়া হয়। তিনি বিমানবন্দর থেকে সরাসরি রেসকোর্স ময়দানে গিয়ে লক্ষ জনতার সমাবেশে অশ্রুসিক্ত নয়নে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। এরপর ধানমন্ডির একটি বাড়িতে গিয়ে তিনি তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় এই বাড়িতেই বেগম ফজিলাতুননেছা, শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা ও শেখ রাসেলকে বন্দি করে রাখে পাকিস্তানি সেনারা। ১৯৭১ সালের ১৭ই ডিসেম্বর বন্দিদশা থেকে মুক্ত হলেও তাঁরা এই বাড়িতেই ছিলেন। ওই বাড়িটি ধানমন্ডির তৎকালীন কোন সড়কে ছিল?

Answer: তৎকালীন ১৮ নম্বর সড়ক

৮ই ফেব্রুয়ারি ২০২১

স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন বঙ্গবন্ধু

"বঙ্গবন্ধু ফিরে এলে তোমার স্বপ্নের স্বাধীন বাংলায়"

—গানটির মূল শিল্পী কে?

Answer: সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

৯ই ফেব্রুয়ারি ২০২১

১৯৭২ সালে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বঙ্গভবনে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। এর আগে তিনি রাষ্ট্রপতির পদ থেকে পদত্যাগ করেন। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন কবে?

Answer: **১২ জানুয়ারি ১৯৭২**

১০ই ফেব্রুয়ারি ২০২১

ঢাকায় এলে ধানমন্ডিতে কবির বাসভবনে কাজী নজরুল ইসলামকে দেখতে যান বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে ঢাকায় আনার উদ্যোগ নেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কলকাতা কবির কর্মস্থল হলেও বিভিন্ন সময় ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লাসহ বিভিন্ন জায়গায় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময় কাটিয়েছেন। ১৯৪২ সালে অসুস্থ হওয়ার পর থেকে কবি কলকাতাতেই ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগে ভারত থেকে কাজী নজরুল ইসলামকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনা হয়। কাজী নজরুল ইসলামকে কবে বাংলাদেশে নিয়ে আসা হয়?

Answer: ২৪ মে ১৯৭২

১১ই ফেব্রুয়ারি ২০২১

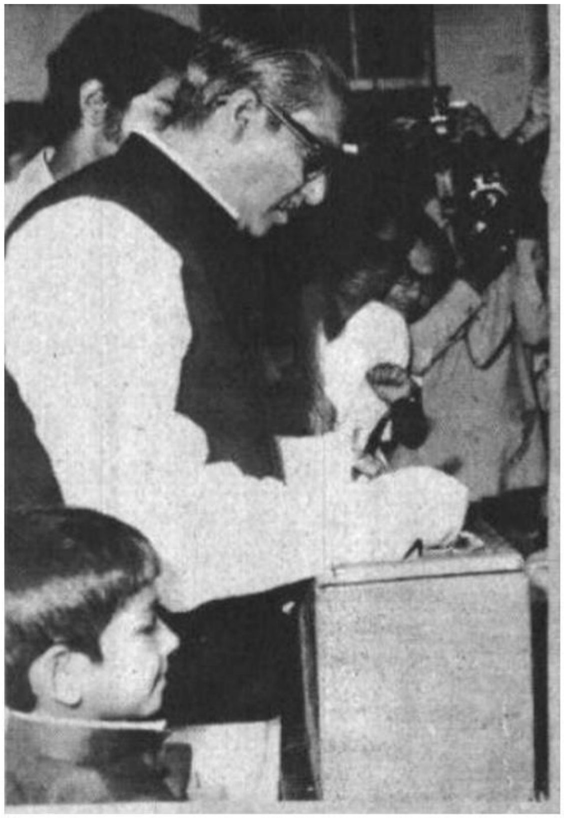

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম নির্বাচনে ভোট দিচ্ছেন বঙ্গবন্ধু

১৯৭৩ সালের ৭ই মার্চ স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ওই সংসদের প্রথম অধিবেশন বসে ৭ই এপ্রিল তেজগাঁওয়ে অবস্থিত তৎকালীন জাতীয় সংসদ ভবনে (বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়)। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৩০০ আসনের মধ্যে কতটি আসনে জয়লাভ করে?

Answer: **২৯৩**

১২ই ফেব্রুয়ারি ২০২১

১৯৭৩ সালে বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে **৩০০** আসনের মধ্যে **২৯৩** আসন লাভ করে আওয়ামী লীগ। নির্বাচনে জয়লাভের পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, 'এ বিজয় আমার নয়, আমার দলেরও নয়। এ বিজয় বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের, যাহারা রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে।' জয়ের পর বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন কবে?

Answer: **১৬ই মার্চ ১৯৭৩**

১৩ই ফেব্রুয়ারি ২০২১

১৯৭২ সালের ১০ই অক্টোবর চিলির রাজধানী সান্তিয়াগোতে বিশ্ব শান্তি পরিষদের প্রেসিডেন্সিয়াল কমিটির সভায় ১৪০টি দেশের ২০০ প্রতিনিধির উপস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে 'জুলিও কুরি শান্তি পদক' প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরবর্তী সময়ে ঢাকায় অনুষ্ঠিত এশিয়ান পিস অ্যান্ড সিকিউরিটি কনফারেন্সে বঙ্গবন্ধুকে এ পদক প্রদান করা হয়। কোন সালে 'জুলিও কুরি শান্তি পদক' গ্রহণ করেন বঙ্গবন্ধু?

Answer: ২৩ মে, ১৯৭৩

১৪ই ফেব্রুয়ারি ২০২১

১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের (ন্যাম) শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এই সম্মেলনে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত পৃথিবী গড়তে বিশ্বনেতাদের প্রতি আহ্বান জানান বঙ্গবন্ধু। সম্মেলন শেষে ঘোষণাপত্রে বাংলাদেশকে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে জোটনিরপেক্ষ দেশগুলো তাদের সমর্থন জানায়। সম্মেলনটি কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?

Answer: আলজেরিয়া

১৫ই ফেব্রুয়ারি ২০২১

বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করে সম্মেলনের আমন্ত্রণপত্র দেন ওআইসি প্রতিনিধিবৃন্দ।

১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে পাকিস্তানের লাহোরে অনুষ্ঠিত হয় অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কো-অপারেশনের (ওআইসি) দ্বিতীয় শীর্ষ সম্মেলন। পাকিস্তান কর্তৃক বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির শর্তে বঙ্গবন্ধু এই সম্মেলনে যোগদানের সম্মতি জানান। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশকে অনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি প্রদান করে পাকিস্তান। কবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় পাকিস্তান?

Answer: ২২ ফেব্রুয়ারি **১৯৭৪**

১৬ই ফেব্রুয়ারি ২০২১

১৯৭৪ সালের ১১ই মার্চ বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি (বিএমএ) উদ্বোধন করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি প্রথম কোথায় স্থাপন করা হয়?

Answer: কুমিল্লা সেনানিবাস

১৭ই ফেব্রুয়ারি ২০২১

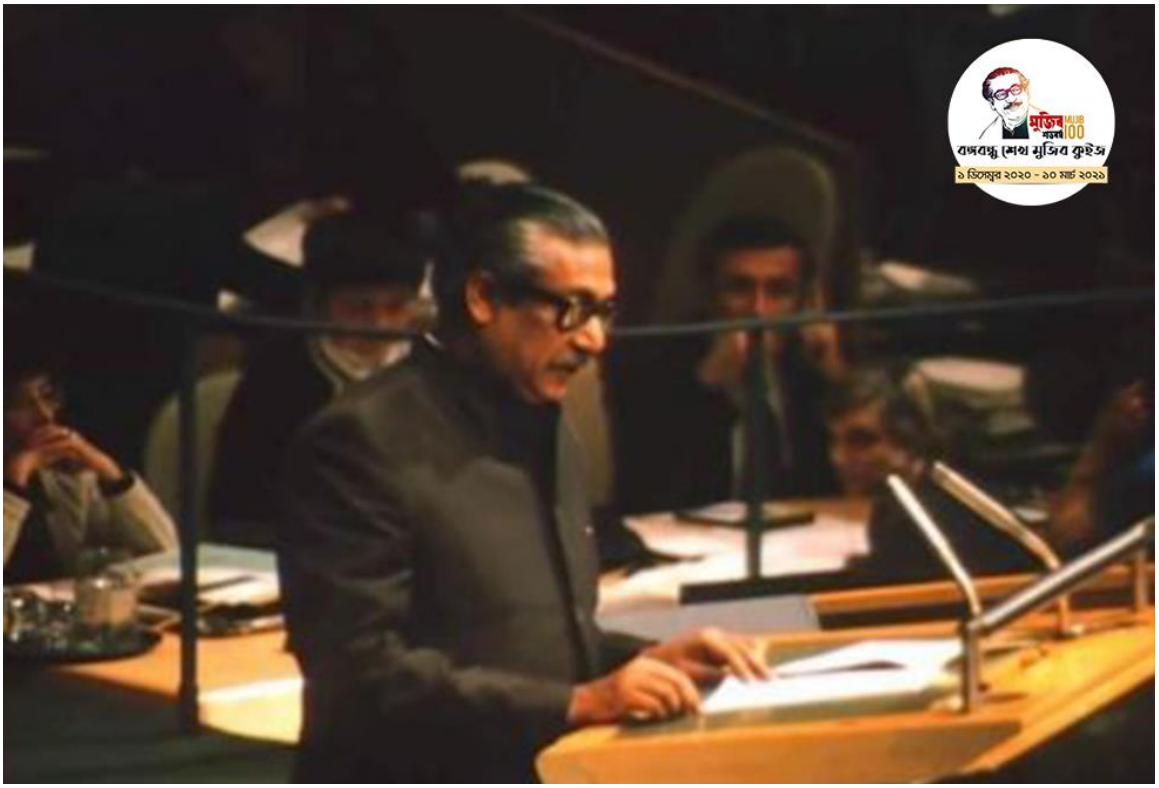

১৯৭৪ সালের **১৭ই** সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের **২৯তম** অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলায় ভাষণ দিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেন। কবে জাতিসংঘে বাংলায় ভাষণ দেন বঙ্গবন্ধু?

Answer: ২৫ সেপ্টেম্বর **১৯৭৪**

১৮ই ফেব্রুয়ারি ২০২১

রাষ্ট্রপতি হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে শপথ পাঠ করান স্পিকার আবদুল মালেক উকিল

১৯৭৫ সালে তৎকালীন জাতীয় সংসদ ভবনে (বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়) সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী বিষয়ে বক্তব্য রাখেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে তিনি রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকার প্রবর্তন করেন এবং এটিকে দেশের দ্বিতীয় বিপ্লব হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে দেশের জনগণকে তাঁর সরকারের প্রতি সহযোগিতার আহ্বান জানান। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কবে দ্বিতীয় বিপ্লব ঘোষণা করেন?

Answer: ২৫শে জানুয়ারি ১৯৭৫

১৯শে ফেব্রুয়ারি ২০২১

রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের এপ্রিলে কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেন। কমনওয়েলথের ভ্রাতৃবৃন্দের জন্য বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি জনগণের শুভেচ্ছার বাণী নিয়ে যাচ্ছেন বলে বঙ্গবন্ধু ঢাকা ত্যাগের প্রাক্কালে বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের অবহিত করেন। সম্মেলনটি কোন দেশে অনুষ্ঠিত হয়?

Answer: জ্যামাইকা

২০শে ফেব্রুয়ারি ২০২১

১৯৭৫ সালের ১৪ই জুন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র উদ্বোধন করেন। এটি দেশের প্রথম ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র। বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র কোন জেলায় অবস্থিত?

Answer: রাঙ্গামাটি

২১শে ফেব্রুয়ারি ২০২১

ইসলামিক ফাউন্ডেশন ভবনের সাম্প্রতিক ছবি

ইসলামের সমুন্নত আর্দশ ও মূল্যবোধের প্রচার ও প্রসার কার্যক্রমকে বেগবান করার লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ‘ইসলামিক ফাউন্ডেশন’ প্রতিষ্ঠা করেন। কত সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়?

Answer: ২২ মার্চ ১৯৭৫

২২শে ফেব্রুয়ারি ২০২১

চিত্রশিল্পী শাহাবুদ্দিন আহমেদের তুলিতে বঙ্গবন্ধুর শাহাদতবরণের একটি চিত্র

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের প্রেক্ষিতে **১৯৭৫** সালের **১৫ই** আগস্ট কতিপয় সেনা সদস্যের হাতে নির্মমভাবে শাহাদতবরণ করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের অধিকাংশ সদস্য। সেদিন ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়কের ৬৭৭ নম্বর বাসভবন ছাড়াও তাঁর অন্যান্য আত্মীয়ের বাড়িতেও একযোগে আক্রমণ চালানো হয়। কত বছর বয়সে শাহাদতবরণ করেন বঙ্গবন্ধু?

Answer: ৫৫ বছর ৪ মাস ২৯দিন

২৩শে ফেব্রুয়ারি ২০২১

ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়কের বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন শেখ রাসেল। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বর্বর ঘাতক চক্রের নির্মম বুলেটে প্রাণ হারাতে হয় ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র শিশু রাসেলকেও। শেখ রাসেল ছিলেন বঙ্গবন্ধুর সর্বকনিষ্ঠ সন্তান। কত বছর বয়সে নিহত হন শেখ রাসেল?

Answer: **১০ বছর ৯ মাস ২৮ দিন**

২৪শে ফেব্রুয়ারি ২০২১

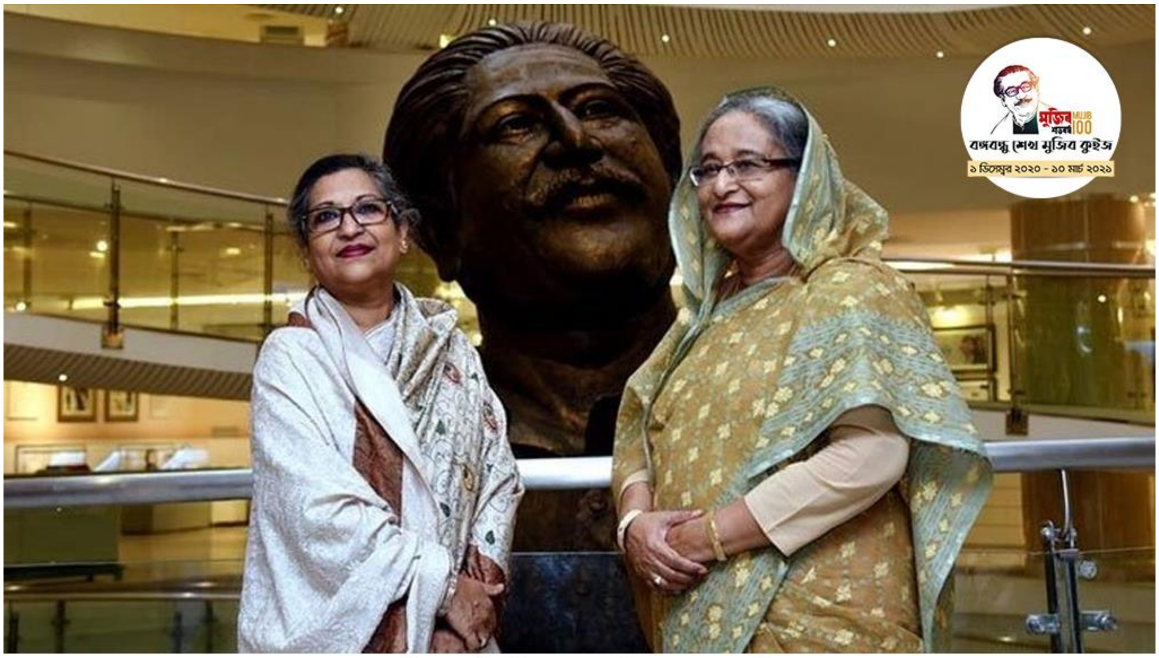

তোষাখানা জাদুঘরে পিতার প্রতিকৃতির সামনে দুই বোন শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা

১৯৭৫ সালের **১৫ই** আগস্ট নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়ে শাহাদতবরণ করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুননেছাসহ পরিবারের অধিকাংশ সদস্য। বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ কন্যা বর্তমানে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও কনিষ্ঠ কন্যা শেখ রেহানা সেই সময় বিদেশে অবস্থান করায় ভাগ্যক্রমে বেঁচে যান। হত্যাকাণ্ডের সময় তাঁরা কোন দেশে অবস্থান করছিলেন?

Answer: বেলজিয়াম

২৫শে ফেব্রুয়ারি ২০২১

১৯৭৫ সালের **১৫ই** আগস্টের নির্মম হত্যাকাণ্ডের পরের দিন **১৬ই** আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় পারিবারিক কবরস্থানে মা-বাবার পাশে সমাহিত করা হয়। পরবর্তী সময়ে এ কবরস্থানকে ঘিরে গড়ে তোলা হয় সমাধিসৌধ কমপ্লেক্স। এই কমপ্লেক্সে রয়েছে একটি পাঠাগার, জাদুঘর, গবেষণাকেন্দ্র, প্রদর্শনী কেন্দ্র, উন্মুক্ত মঞ্চ, পাবলিক প্লাজা, প্রশাসনিক ভবন, ক্যাফেটেরিয়া, বকুলতলা চত্বর ও স্যুভেনির কর্নার। প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ ঘুরতে যান এ সমাধিসৌধে। বঙ্গবন্ধুর সমাধিসৌধের ল্যাটিচিউড ও লঙ্গিচিউড কত?

Answer: 22.906333, 89.896283

২৬শে ফেব্রুয়ারি ২০২১

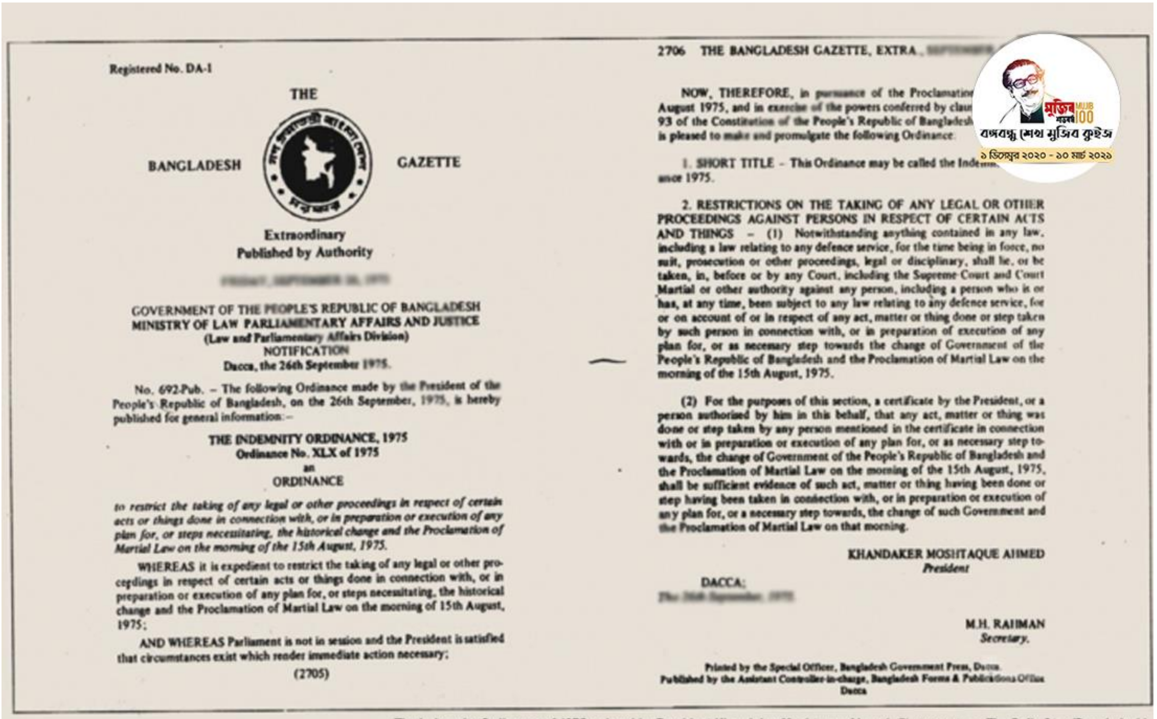

Registered No. DA-1

THE BANGLADESH GAZETTE

Extraordinary
Published by Authority

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF LAW PARLIAMENTARY AFFAIRS AND JUSTICE
(Law and Parliamentary Affairs Division)
NOTIFICATION
Dacca, the 26th September 1975.

No. 692-Pub. – The following Ordinance made by the President of the People's Republic of Bangladesh, on the 26th September, 1975, is hereby published for general information:–

THE INDEMNITY ORDINANCE, 1975
Ordinance No. XLX of 1975
an
ORDINANCE

to restrict the taking of any legal or other proceedings in respect of certain acts or things done in connection with, or in preparation or execution of any plan for, or steps necessitating, the historical change and the Proclamation of Martial Law on the morning of the 15th August, 1975.

WHEREAS it is expedient to restrict the taking of any legal or other proceedings in respect of certain acts or things done in connection with, or in preparation or execution of any plan for, or steps necessitating, the historical change and the Proclamation of Martial Law on the morning of 15th August, 1975;

AND WHEREAS Parliament is not in session and the President is satisfied that circumstances exist which render immediate action necessary;

(2705)

2706 THE BANGLADESH GAZETTE, EXTRA.,

NOW, THEREFORE, in pursuance of the Proclamation ... August 1975, and in exercise of the powers conferred by clau... 93 of the Constitution of the People's Republic of Bangladesh ... is pleased to make and promulgate the following Ordinance:

1. SHORT TITLE – This Ordinance may be called the Indem... ance 1975.

2. RESTRICTIONS ON THE TAKING OF ANY LEGAL OR OTHER PROCEEDINGS AGAINST PERSONS IN RESPECT OF CERTAIN ACTS AND THINGS – (1) Notwithstanding anything contained in any law, including a law relating to any defence service, for the time being in force, no suit, prosecution or other proceedings, legal or disciplinary, shall lie, or be taken, in, before or by any Court, including the Supreme Court and Court Martial or other authority against any person, including a person who is or has, at any time, been subject to any law relating to any defence service, for or on account of or in respect of any act, matter or thing done or step taken by such person in connection with, or in preparation of execution of any plan for, or as necessary step towards the change of Government of the People's Republic of Bangladesh and the Proclamation of Martial Law on the morning of the 15th August, 1975.

(2) For the purposes of this section, a certificate by the President, or a person authorised by him in this behalf, that any act, matter or thing was done or step taken by any person mentioned in the certificate in connection with or in preparation or execution of any plan for, or as necessary step towards, the change of Government of the People's Republic of Bangladesh and the Proclamation of Martial Law on the morning of the 15th August, 1975, shall be sufficient evidence of such act, matter or thing having been done or step having been taken in connection with, or in preparation or execution of any plan for, or a necessary step towards, the change of such Government and the Proclamation of Martial Law on that morning.

KHANDAKER MOSHTAQUE AHMED
President

DACCA:

M.H. RAHMAN
Secretary.

Printed by the Special Officer, Bangladesh Government Press, Dacca.
Published by the Assistant Controller-in-charge, Bangladesh Forms & Publications Office Dacca

The Indemnity Ordinance of 1975 ordered by President Khandaker Moshtaque Ahmed. *Photo courtesy: The Daily Star (Bangladesh)*

বিশ্বে মানবাধিকার রক্ষার জন্য হত্যাকারীদের বিচারের বিধান রয়েছে, কিন্তু বাংলাদেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মস্বীকৃত খুনিদের বিচারের হাত থেকে রেহাই দিতে এক সামরিক অধ্যাদেশ (ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স) জারি করা হয়। পরে জেনারেল জিয়াউর রহমান সামরিক শাসনের মাধ্যমে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স নামে এক কুখ্যাত কালো আইন সংবিধানে সংযুক্ত করে সংবিধানের পবিত্রতা নষ্ট করেন। কবে ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়?

Answer: **২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৫**

২৭শে ফেব্রুয়ারি ২০২১

ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়কে অবস্থিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়িটি বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস ও ঘটনাপ্রবাহের সাক্ষী। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ দিবাগত রাতে এই বাড়ি থেকেই স্বাধীনতার ঘোষণা দেন বঙ্গবন্ধু। স্বাধীনতার পর রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনকালে তিনি এ বাড়িতেই থাকতেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট এই বাড়িতেই বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের অধিকাংশ সদস্যকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। বঙ্গবন্ধুর বাড়িটি কবে জাদুঘর হিসেবে উদ্বোধন করা হয়?

Answer: ১৪ আগস্ট ১৯৯৪

২৮শে ফেব্রুয়ারি ২০২১

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নির্মমভাবে হত্যার প্রায় ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালের ২৩শে জুন বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করলে এ হত্যাকাণ্ডের বিচারের পথ সুগম হয়। পরবর্তী সময়ে ধানমন্ডি থানায় বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের হত্যার বিরুদ্ধে এজাহার দায়ের করেন আ ফ ম মহিতুল ইসলাম। মামলাটি কবে দায়ের করা হয়?

Answer: ২রা অক্টোবর ১৯৯৬

১লা মার্চ ২০২১

শিল্পী শাহাবুদ্দিনের চিত্রকর্মে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের হত্যার বিরুদ্ধে ১৯৯৬ সালের ২রা অক্টোবর ধানমন্ডি থানায় এক মামলা দায়ের করা হয়। ১৯৯৭ সালের ১লা মার্চ ঢাকার জেলা ও দায়রা জজ আদালতে মামলার বিচারকার্য শুরু হয়। বিচারের দীর্ঘ প্রক্রিয়া শেষে তৎকালীন জেলা ও দায়রা জজ কাজী গোলাম রসুল ৭৬ পৃষ্ঠার রায় ঘোষণায় ১৫ জনকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। কবে রায় ঘোষণা করা হয়?

Answer: ৮ নভেম্বর, ১৯৯৮

২রা মার্চ ২০২১

বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের হত্যার বিরুদ্ধে **১৯৯৬** সালের ২রা অক্টোবর ধানমন্ডি থানায় একটি মামলা করা হয়। **১৯৯৮** সালের ৮ই নভেম্বর **১৫** জনকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে রায় ঘোষিত হয়। এরপর দণ্ডিতরা আপিল বিভাগে আপিল করলে আপিল খারিজ করে **১২** জনের মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখে আদালত। ২০১০ সালের ২রা জানুয়ারি আসামিদের রিভিউ পিটিশন দাখিল করলে ২৭শে জানুয়ারি আপিল বিভাগের ৪ জন বিচারপতি তা খারিজ করেন। পরবর্তী সময়ে সৈয়দ ফারুক রহমান, শাহরিয়ার রশিদ খান, একেএম মহিউদ্দিন আহমেদ, বজলুল হুদা, মহিউদ্দিন আহমেদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। কবে এই পাঁচ খুনির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়?

Answer: ২৮শে জানুয়ারি ২০১০

৩রা মার্চ ২০২১

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রচিত ‘শেখ মুজিব আমার পিতা’ গ্রন্থটি মূলত স্মৃতিকথামূলক আত্মজৈবনিক রচনা। এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে বঙ্গবন্ধুর জীবন এবং তাঁর পরিবারের অনেক অজানা তথ্য। রয়েছে দেশরত্ন শেখ হাসিনার লড়াই সংগ্রামের ইতিহাস। গ্রন্থটি প্রথম কবে কোথা থেকে প্রকাশিত হয়?

Answer: **১৯৯৯**, কলকাতা

৪ঠা মার্চ ২০২১

মহীয়সী নারী বেগম ফজিলাতুননেছা ছিলেন বাঙালি জাতির অধিকার আদায়ের সংগ্রামে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একজন যোগ্য ও বিশ্বস্ত সহচর। তিনি কেবল জাতির পিতার সহধর্মিণীই ছিলেন না, বাঙালির মুক্তিসংগ্রামেও তিনি ছিলেন অন্যতম অগ্রদূত। তিনি অসাধারণ বুদ্ধি, সাহস, মনোবল, সর্বংসহা ও দূরদর্শিতার অধিকারী ছিলেন এবং আমৃত্যু দেশ ও জাতি গঠনে অসামান্য অবদান রেখে গেছেন। বেগম ফজিলাতুননেছা কোন উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন?

Answer: বঙ্গমাতা

৫ই মার্চ ২০২১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের
সংবিধান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ দিবাগত রাতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। পরবর্তী সময়ে স্বাধীনতার ঘোষণাটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সংবিধানের কততম সংশোধনীতে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা অন্তর্ভুক্ত করা হয়?

Answer: পঞ্চদশ সংশোধনী

৬ই মার্চ ২০২১

মুজিববর্ষের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে 'তুমি বাংলার ধ্রুবতারা' শীর্ষক গানে দেশের খ্যাতিমান শিল্পীদের সঙ্গে কণ্ঠ দিয়েছেন বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ রেহানাও

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে দেশে ও বিদেশে উদ্‌যাপিত হচ্ছে 'মুজিববর্ষ'। মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে রচিত হয় থিম সং 'তুমি বাংলার ধ্রুবতারা/তুমি হৃদয়ের বাতিঘর/আকাশে-বাতাসে বজ্রকণ্ঠ/তোমার কণ্ঠস্বর'। এই গানটির গীতিকার কে?

Answer: কামাল চৌধুরী

৭ই মার্চ ২০২১

"তোমার মনে যে কথা আসবে তুমি সেই কথা বলবা, কারণ সারাজীবন সংগ্রাম তুমি করেছো, তুমি জানো কী বলতে হবে। কে কি বলল, সে কথা তোমার শোনার কোনো দরকার নেই।" **১৯৭১** সালের ৭ই মার্চের ভাষণ দিতে যাওয়ার আগে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে কথাগুলো বলেছিলেন কে?

Answer: বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুননেছা

৮ই মার্চ ২০২১

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পুরো রাজনৈতিক জীবনে ছায়ার মতো পাশে ছিলেন বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুননেছা। অনেক জটিল ও সংকটময় পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধুর পাশে থেকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সহযোগিতা করেছেন। জনগণের সেবা ও দেশের কল্যাণে আন্দোলন-লড়াই করতে গিয়ে বঙ্গবন্ধুকে বেশির ভাগ সময় কাটাতে হয়েছে কারাগারে। সেই সময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন বেগম ফজিলাতুননেছা, সংগঠন ও নেতাকর্মীদের দিয়েছেন সঠিক দিক-নির্দেশনা। মহীয়সী নারী বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুননেছা জন্মগ্রহণ করেন কবে?

Answer: ৮ আগস্ট **১৯৩০**

৯ই মার্চ ২০২১

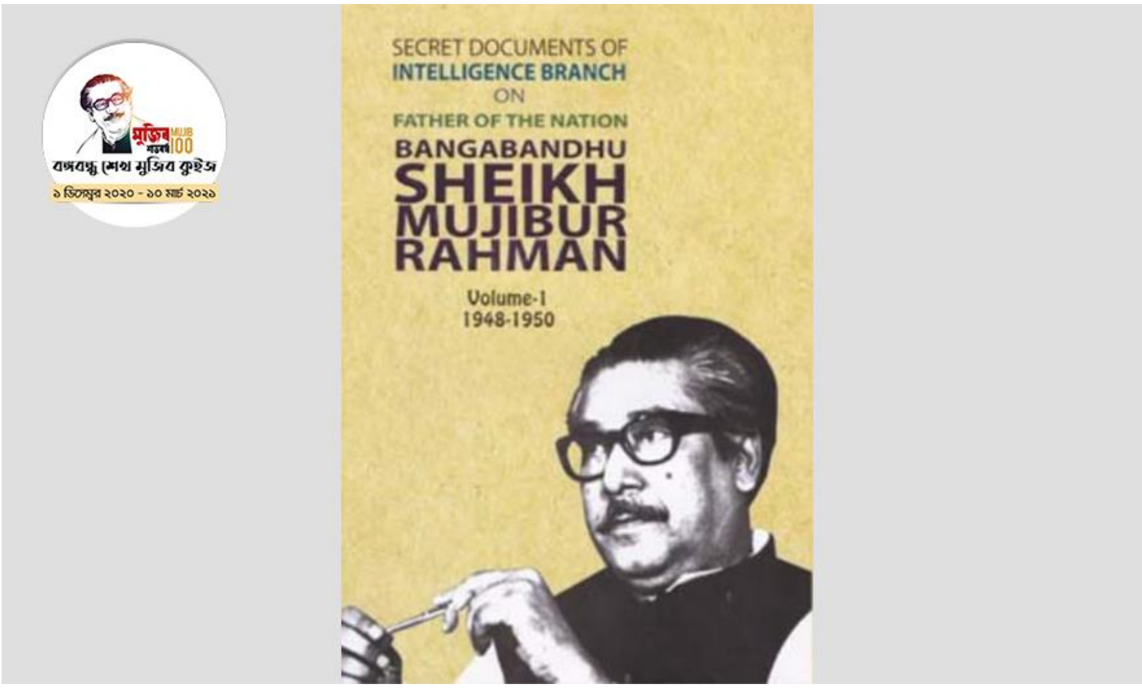

পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হওয়ার পর থেকেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের ওপর নজর রাখত পাকিস্তান সরকার। সেসব নিয়ে 'সিক্রেট ডকুমেন্টস অব ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চ অন ফাদার অব দ্য নেশন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান' (Secret Documents of Intelligence Branch on Father of The Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman) শিরোনামে গ্রন্থ আকারে কয়েক খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে এবং আরও কয়েক খণ্ড প্রকাশিত হবে। গ্রন্থটির বিষয়বস্তু কী?

Answer: গোয়েন্দা প্রতিবেদন

১০ই মার্চ ২০২১

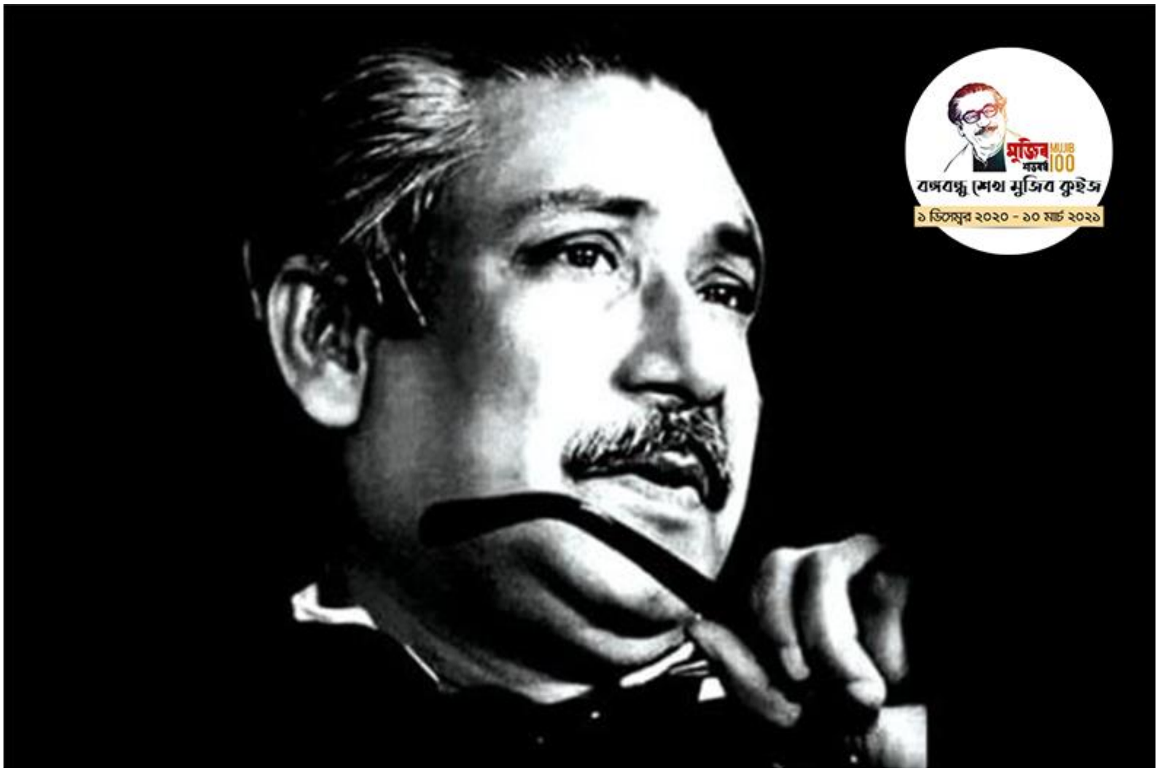

"যদি রাত পোহালে শোনা যেত বঙ্গবন্ধু মরে নাই" গানটির গীতিকার কে?

Answer: গীতিকার হাসান মতিউর রহমান ও সুরকার মলয় কুমার গাঙ্গুলী

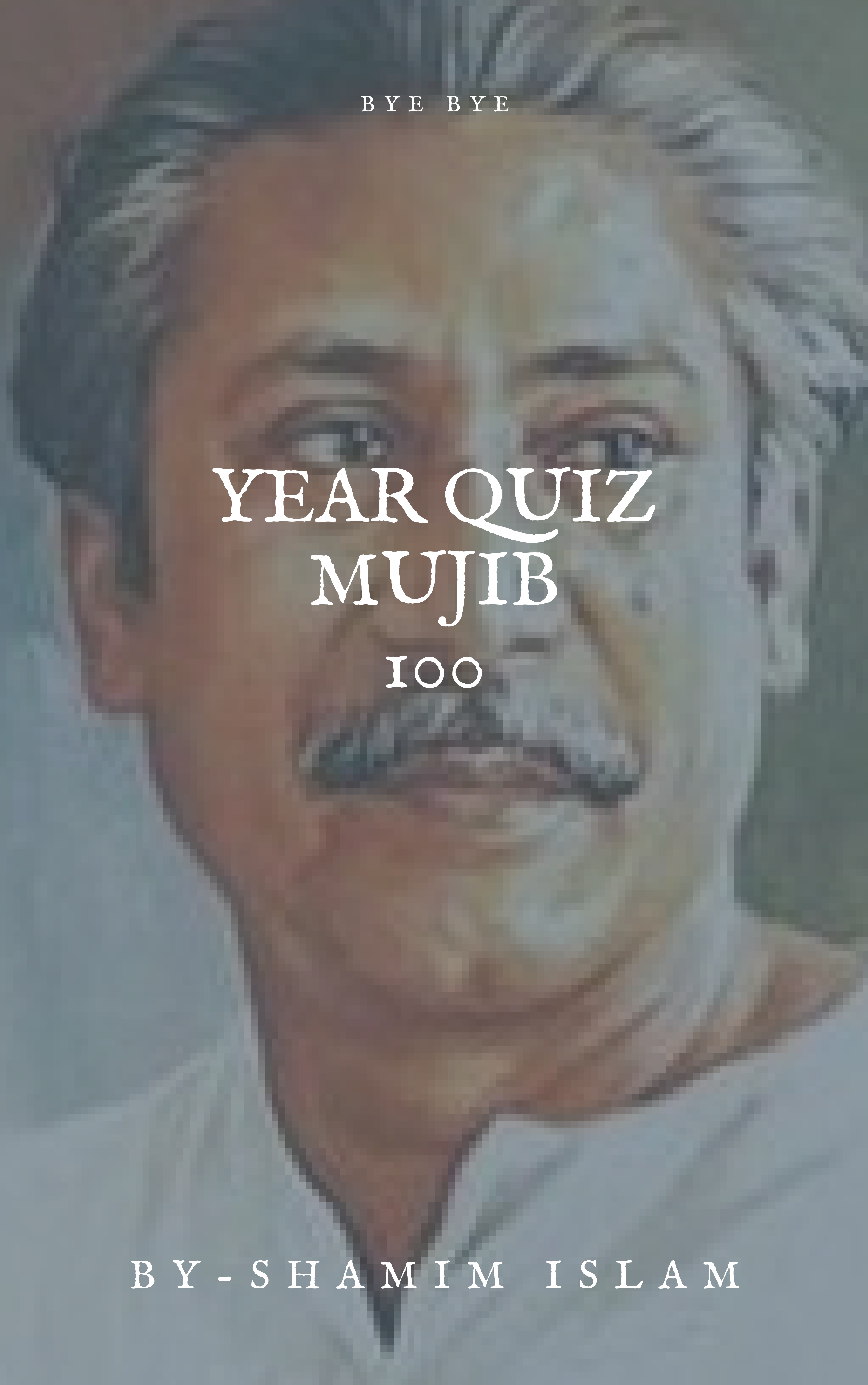

BYE BYE

YEAR QUIZ MUJIB 100

BY-SHAMIM ISLAM